



প্রেম ভাঙল পলক-ইব্রাহিমের,
ভেঙে গেল গুটিং

বাংলা আজ যা ভাবে

নয়া জামানা

১২ কার্তিক ১৪৩৩। শুক্রবার ৩০ অক্টোবর ২০২৬ ১ ম বর্ষ ৬২০ সংখ্যা ৮পাতা



বঙ্গ গোমাতার সুরক্ষায় 'নীল নকশা'
তৈরি ভিএইচপি

ফের প্রধানমন্ত্রী
নেতানিয়াহুই!
ইজরায়েলে
ত্রিশঙ্কু জনমত,



উচ্চমাধ্যমিকে
উঠে যাচ্ছে
সেমিস্টার
প্রথা!



প্রবল জলশ্রোতের
তাণ্ডব, তবু আগাম সতর্কতা
ও নজরদারিতেই ভুটানে
বাঁচল প্রাণ



গুজরাট সফরে রাহুলকে কটাক্ষ মোদির তোপ বিরোধীদের

গুজরাট সফরে গিয়ে এক জনসভায় লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীকে নিশানায় নিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ইরান যুদ্ধে বেহাল অবস্থার মাঝেও ভারত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে, সেকথা স্মরণ করিয়ে মোদি বলেন, কিছু মানুষ গুজব ছড়িয়ে দেশের মানুষকে ভয় দেখাচ্ছিল।



নয়া জামানা : গুজরাট সফরে গিয়ে এক জনসভায় লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীকে নিশানায় নিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ইরান যুদ্ধে বেহাল অবস্থার মাঝেও ভারত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে, সেকথা স্মরণ করিয়ে মোদি বলেন, কিছু মানুষ গুজব ছড়িয়ে দেশের মানুষকে ভয় দেখাচ্ছিল। এপ্রসঙ্গেই রাহুল গান্ধীর এক পুরনো বয়ানের অংশ তুলে ধরে মোদির কটাক্ষ, 'এই লোকেরা আসলে আলু থেকে সোনা বানাতেই ব্যস্ত।' এদিন গুজরাটের বনসকাটায়া ১৪ হাজার কোটির উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। এরপর জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, ইরান যুদ্ধের সময় দেশে গুজব ছড়ানো হয়েছিল। সার মিলবে না দাবি করে কৃষকদের মনে ভয় ঢোকানো হয়। মা-বোনদের মনে ভয় ঢোকানো হয় তাঁরা গ্যাস পাবেন না। এই গোটা যডযস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য ছিল দেশে বিশৃঙ্খলা তৈরি করে মোদিকে বদনাম করা। এরপরই দেশের কৃষক ও মা-বোনদের আশ্বস্ত করে তিনি বলেন, আমি বলেছিলাম মোদি আপনাদের পাশে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াবে। সেই যুদ্ধ আজও চলছে, কিন্তু মোদি সরকার কোথাও কোনও ঘাটতি হতে দেয়নি রাহুল গান্ধীকে কটাক্ষ করে মোদি বলেন, 'বনসকাটায়া আলু আজ পৃথিবী বিখ্যাত। কিন্তু তারপরও এখানকার কেউ বলবে না, আমি আলু থেকে সোনা বানাব।' এর সঙ্গেই রাহুল গান্ধীকে কটাক্ষ করে মোদি বলেন, বনসকাটায়া আলু আজ পৃথিবী

বিখ্যাত। কিন্তু তারপরও এখানকার কেউ বলবে না, আমি আলু থেকে সোনা বানাব। বরং ওরা বলবে, আমরা অনেক আগে থেকেই আলু থেকে সোনা বানাছি। প্রসঙ্গত, আলু সোনা হয়ে যাওয়ার এই মন্তব্য প্রায় ৯ বছর আগে শোনা গিয়েছিল রাহুল গান্ধীর মুখে। যেখানে তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'আমি এমন একটি মেশিন বসাব যা দিয়ে একদিক থেকে আলু ঢুকবে এবং অন্যদিক থেকে সোনা বেরিয়ে আসবে। এত টাকা তৈরি হবে যে আপনারা বুঝতেই পারবেন না তা দিয়ে কী করবেন।' গুজরাটের পাটনে এক জনসভায় রাহুল এই মন্তব্য করলেও তার অর্থেক অংশ ভাইরাল হয়েছিল সোশাল মিডিয়ায়। সম্পূর্ণ মন্তব্যে বলা হয়েছিল, 'এই কথাগুলো আমার নয়, নরেন্দ্র মোদির।' এবার সেই ইস্যু টেনেই রাহুলকে কটাক্ষ করলেন মোদি। এদিনের সভায় সারের ঘাটতির প্রসঙ্গ তুলে বিরোধীদের নিশানায় নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এটা সত্য যে যুদ্ধের কারণে বিশ্বে সারের ব্যাপক ঘাটতি দেখা দিয়েছিল। এর দামও অনেকটা বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু সরকার এই বোঝা কৃষকদের উপর পড়তে দেয়নি। বিশ্বে যে একবস্তা সার ৩০০০ টাকায় পাওয়া যায়, তা ভারতে এখনও ৩০০ টাকারও কম পাওয়া যায়। বিশ্বে ডিএপি সারের দাম বেড়ে ৫০০০ টাকা হয়েছে। কিন্তু সেই একই বস্তা ভারতে ১৩৫০ টাকায় পাওয়া যায়। অনিশ্চয়তায় ভরা এই বিশ্বে ভারতের দ্রুত অগ্রগতি সমগ্র বিশ্বের জন্য নতুন আশার সঞ্চার করেছে।

গত ২৫ বছরে রাজনৈতিক হিংসায় নিহতদের পরিবারে সরকারি চাকরি মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত শুভেন্দুর

নয়া জামানা : লোকসভা, বিধানসভা ও ত্রিস্তর পঞ্চায়েত; সব ভোটার হিংসায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকেই এই প্রকল্পে সুবিধা দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে প্রশাসন। গত ২৫ বছরে রাজনৈতিক হিংসায় যাঁদের প্রাণ গিয়েছে, নির্বাচনের সময় বা নির্বাচন পরবর্তী হিংসায় নিহতদের পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত শুভেন্দু সরকারের। নিহতদের পরিবার পিছু একজন সদস্যকে সরকারি চাকরি দেবে নবাম। সূত্রের খবর, রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সংক্রান্ত প্রস্তাবে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। আইনি তরফেও মিলেছে অনুমোদন। সব দিক ঠিক থাকলে, দ্রুতই এই সিদ্ধান্তের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হতে পারে। নবাম সূত্রের খবর, গত ২৫ বছরের রাজনৈতিক হিংসার বলি হয়েছেন যারা, এই প্রকল্পের আওতায় আনা হবে সকলকেই। তৃণমূল আমলে নির্বাচন ও নির্বাচন পরবর্তী হিংসায় যাঁদের প্রাণ গিয়েছে, তাঁদের পরিবারের সদস্যরা যেমন এই সুবিধা পাবেন, শুধু তাই নয়, ১৫ বছরের তৃণমূল জমানার আগে বাম আমলের ১০ বছরও এই প্রকল্পের আওতায় থাকবে।

লোকসভা, বিধানসভা ও ত্রিস্তর পঞ্চায়েত; সব ভোটার হিংসায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকেই এই প্রকল্পে সুবিধা দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে



প্রশাসন। প্রশাসনিক কর্মীদের একাংশের মতে, স্বচ্ছ ও নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য শীঘ্রই সরকারি ভাবে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হবে। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যুর সুনির্দিষ্ট কারণ এবং ঠিক কোন পরিস্থিতিতে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল, তার বিস্তারিত বিবরণ ও প্রমাণ সহ নথিপত্র আবেদনপত্রের সঙ্গে পেশ করতে হবে। জেলা প্রশাসনের তরফে এই আবেদন জমা পড়বে। জেলাশাসকের দপ্তরেই সেই আবেদনের সমস্ত

তথ্য ও নথি যাচাই হবে। পুলিশি রিপোর্ট এবং প্রশাসনিক যাচাই প্রক্রিয়ার পরেই চূড়ান্ত তালিকায় সিলমোহর পড়বে। এরপরই আবেদন করা নিহতদের পরিবারের একজন সদস্যের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হবে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, এই সিদ্ধান্তে একদিকে যেমন সরকারের ইতিবাচক দিকটি প্রকাশ পাচ্ছে, তেমনি অন্য দিকে দীর্ঘদিন ধরে নিহতদের পরিবারগুলির ক্ষোভ প্রশমনেও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

ভুটানে 'জলপ্রলয়ে' উদ্বিগ্নে উত্তরবঙ্গ পরিস্থিতি নিয়ে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু

নয়া জামানা : হিমবাহ হ্রদ ফেটে বিপর্যস্ত ভুটান। তার ফলে যেকোনও মুহূর্তে বড়সড় বিপদে আশঙ্কা ছিল উত্তরবঙ্গেও। হিমবাহ হ্রদ ফেটে বিপর্যস্ত ভুটান। তার ফলে যেকোনও মুহূর্তে বড়সড় বিপদে আশঙ্কা ছিল উত্তরবঙ্গেও। তবে সঠিক সময়ে নেওয়া সতর্কতার ফলে বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছে জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার। আপাতত দুশ্চিন্তা শর কোনও কারণ নেই। সকলেই নিরাপদে রয়েছেন বলেই জানান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

শুক্রবার সল্টলেকে মুখ্যমন্ত্রীর দরবার ছিল। সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলার আগে শুভেন্দু বলেন, ভোররাত চারটে পর্যন্ত পুলিশসুপার, মন্ত্রী, বিধায়কেরা কাজ করেছেন। নবাম কন্ট্রোলরুমের সঙ্গে যোগাযোগও ছিল। সংকোশ নদী বিপদসীমার নিচে বইছে। নিখোঁজ হওয়ার যে খবর পাওয়া গিয়েছিল



তাও নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েছে। সকলের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়েছে। ৪৭ জন নিরাপদেই রয়েছেন। বলে রাখা ভালো, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় উত্তর-পশ্চিম ভুটানের গাসা জেলার একটি হিমবাহ ধসে ভেঙে যায় শিন্তাফু হ্রদের প্রাকৃতিক বাঁধ। রাতের হওয়ায় যে খবর পাওয়া গিয়েছিল

যায় নিকটবর্তী গাসা তশাচুর অঞ্চলের বহু ইমারত। গ্লেশিয়ার লেক আউটবাস্ট ফ্লাড বা হিমবাহ হ্রদ ভেঙে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ওই হ্রদের জল ভুটানের মফু নদী হয়ে নেমে আসছে সংকোশ নদীর দিকে। আশঙ্কা করা হচ্ছিল তার জেরে অসম ও পশ্চিমবঙ্গের একাংশ বন্যা

কবলিত হবে। পরিস্থিতি আদ্যাক করে বাংলা ও অসম প্রশাসনকে সতর্ক করে ভুটান সরকার। আলিপুরদুয়ারের কমপক্ষে ১২ হাজার স্থানীয় বাসিন্দাকে তড়িঘড়ি নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁদের জন্য পানীয় জল, খাবারের বন্দোবস্তও করা হয়।



সাক্ষাৎকারের আকাশে

আকাশ

মানস দাস ১১ নয়া জামানা ১১ মালদা

বিশ্বনাথ মন্ডল
প্রধান শিক্ষকদেবশীষ সিংহ
সরকারি প্রধান শিক্ষকঅসীম কুমার মন্ডল
সম্পাদক

শিক্ষা শুধু পরীক্ষায় নম্বর পাওয়ার মাধ্যম নয়, শিক্ষা হল নিজের ভিতরের সম্ভাবনাকে চিনে নেওয়া, অজানাকে জানার সাহস অর্জন করা এবং জীবনের পথে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে চলার হাতিয়ার। বিশেষ করে বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে সঠিক দিশা, নিয়মিত অনুশীলন, অভিজ্ঞ শিক্ষকের সহযোগিতা এবং উপযুক্ত শিক্ষার পরিবেশ একজন পড়ুয়ার ভবিষ্যৎ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই মালদহের গোলাপগঞ্জ হাসপাতাল মোড়ে ২০২৩ সালে যাত্রা শুরু করেছে আকাশ স্যোন্স অ্যাকাডেমি। অল্প সময়ের মধ্যেই পড়াশোনার পরিবেশ, বিজ্ঞান শিক্ষার পরিকাঠামো এবং ছাত্রছাত্রীদের সাফল্যকে সঙ্গী করে নিজেদের পরিচিতি গড়ে তোলার পথে এগিয়ে চলেছে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। একঝাঁক স্বপ্নবাজ ছাত্রছাত্রীকে সঙ্গে নিয়ে শুরু হয়েছিল এই পথচলা। পিযুষ মণ্ডল, দেবশীষ সিংহ, বিউটি মণ্ডল সরকার, বিশ্বনাথ মণ্ডল, জয়প্রকাশ মণ্ডল সহ এক ঝাঁক শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীরা একত্রিত হয়ে ১০১ জন ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাযাত্রার সূচনা। শুরু থেকেই লক্ষ্য ছিল, প্রত্যন্ত ও দূরবর্তী এলাকার পড়ুয়াও যেন আধুনিক শিক্ষার সুযোগ পায় এবং নিজেদের মেধা ও যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলিতে সাফল্য অর্জন করতে পারে। সেই ভাবনার বাস্তব প্রতিফলন দেখা যায় প্রতিষ্ঠানের প্রথম ব্যাচের ফলাফলে। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির প্রথম ব্যাচের ১০১ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ১০০ জন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। এই ফলাফল প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষাযাত্রার একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় হিসেবে উঠে এসেছে। পাশাপাশি, খুশি মণ্ডল, তিথি মণ্ডল এবং রিয়া মণ্ডলের জয়েন্ট এন্ট্রান্স ও নার্সিং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সাফল্যও প্রতিষ্ঠানের শিক্ষামহলে নতুন আশার সঞ্চার করেছে। একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাফল্য কেবল কয়েকজন মেধাবী পড়ুয়ার কৃতিত্বে সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং যে শিক্ষাব্যবস্থা সাধারণ ছাত্রছাত্রীদেরও এগিয়ে যাওয়ার সাহস জোগায়, দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার সুযোগ করে দেয় এবং নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে আত্মবিশ্বাস তৈরি করে, সেই শিক্ষাব্যবস্থা দীর্ঘমেয়াদে ইতিবাচক পরিবর্তন

আনতে পারে। আকাশ স্যোন্স অ্যাকাডেমির অন্যতম উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ হল অঙ্কে দুর্বল কিংবা অঙ্কে ভয় পায় এমন ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিশেষ ক্লাসের ব্যবস্থা। অনেক পড়ুয়ার কাছেই অঙ্ক একটি কঠিন বিষয়। সূত্র মনে রাখা, জটিল সমস্যার সমাধান করা কিংবা পরীক্ষার হলে নির্ভুলভাবে উত্তর লেখার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে ভয় ও দ্বিধা কাজ করে। সেই ভয়কে দূর করে বিষয়টির প্রতি আগ্রহ তৈরি করাই এই বিশেষ ক্লাসের অন্যতম উদ্দেশ্য। কারণ, সঠিক পদ্ধতিতে অনুশীলন এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পেলে কঠিন বিষয়ও ধীরে ধীরে সহজ হয়ে উঠতে পারে। আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে তাল মিলিয়ে পড়াশোনার পরিবেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও গুরুত্ব দিচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি। ২০২৭ শিক্ষাবর্ষের জন্য পঞ্চম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ভর্তির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। স্মার্ট বোর্ডের মাধ্যমে ক্লাস নেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে, যার সাহায্যে পাঠ্যবিষয়কে আরও সহজবোধ্য ও আকর্ষণীয় করে তোলার সুযোগ তৈরি হয়। বিশেষ করে বিজ্ঞান ও গণিতের মতো বিষয়ে চিত্র, উদাহরণ এবং দৃশ্যভিত্তিক উপস্থাপনা পড়ুয়াদের ধারণা স্পষ্ট করতে সহায়তা করতে পারে। মুখস্থনির্ভর পড়াশোনার পরিবর্তে বিষয় বুঝে শেখার অভ্যাস তৈরি করা আধুনিক শিক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। সেই প্রয়োজনকে সামনে রেখেই প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষার পরিকাঠামোকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

বিজ্ঞান বিভাগে রয়েছে পরীক্ষাগারের ব্যবস্থাও। বিজ্ঞান শিক্ষার প্রকৃত ভিত তৈরি হয় তত্ত্বীয় জ্ঞানের পাশাপাশি হাতে-কলমে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে। বইয়ের পাতায় পড়া কোনও বৈজ্ঞানিক সূত্র কিংবা প্রক্রিয়া যখন পরীক্ষাগারে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ মেলে তখন বিষয়টি সম্পর্কে পড়ুয়ার ধারণা আরও পরিষ্কার হয়। বিজ্ঞানমনস্কতা, পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা এবং যুক্তিনির্ভর চিন্তাভাবনা বিকাশের ক্ষেত্রেও পরীক্ষাগারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ভবিষ্যতে চিকিৎসা, ইঞ্জিনিয়ারিং, নার্সিং কিংবা বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় উচ্চশিক্ষা গ্রহণের স্বপ্ন দেখা ছাত্রছাত্রীদের কাছে এই ধরনের শিক্ষার পরিবেশ বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষাব্যবস্থায় আবাসিক

পরিকাঠামোও গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রয়েছে। বর্তমানে প্রায় ২০০ জন ছাত্রছাত্রী এখানে পড়াশোনা করছে। প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এতদিন আবাসিক ব্যবস্থার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হলেও ২০২৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে অনাবাসিক ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির ব্যবস্থাও চালু করা হচ্ছে। ফলে বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করতে চায় এমন ছাত্রছাত্রীদের কাছেও প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার সুযোগ পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। নার্সারি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সহশিক্ষামূলক বা কো-এডুকেশন ব্যবস্থার কথাও জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। বিভিন্ন বয়সের পড়ুয়াদের উপযোগী শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করা এবং শিক্ষাজীবনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থার গুরুত্ব রয়েছে। শুধু শ্রেণিকক্ষের শিক্ষা নয়, পড়ুয়াদের নিরাপত্তা এবং যাতায়াতের বিষয়টিও একটি আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই কথা মাথায় রেখে পুরো ক্যাম্পাসে সিসিটিভি নজরদারির ব্যবস্থা রয়েছে বলে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। দূরদূরান্ত থেকে আসা ছাত্রছাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য রয়েছে গাড়ির ব্যবস্থাও। বিশেষ করে যেসব পরিবারের পক্ষে প্রতিদিন সন্তানকে দূরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পৌঁছে দেওয়া কঠিন তাদের কাছে এই পরিবহণ পরিষেবা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। নিরাপদ পরিবেশ, নিয়মিত পড়াশোনা এবং শিক্ষকদের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ এই তিনটি বিষয় পড়ুয়াদের শিক্ষাজীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। আকাশ স্যোন্স অ্যাকাডেমিকে ঘিরে এলাকার মানুষের আগ্রহের আরেকটি দিক হল প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রতিষ্ঠানের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রায় ১,৪০০ জন ছাত্রছাত্রী অংশ নিয়েছিল। এই বিপুল সংখ্যক পরীক্ষার্থীর উপস্থিতি প্রতিষ্ঠানটির ভর্তি প্রক্রিয়াকে ঘিরে আগ্রহের ইঙ্গিত দেয়।

গোলাপগঞ্জের মতো এলাকায় আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষার পরিসর বাড়ানোর ক্ষেত্রে স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বহু ছাত্রছাত্রীর স্বপ্ন থাকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের, কেউ চিকিৎসক হতে চায়, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ আবার নার্সিং কিংবা বিজ্ঞানের অন্য কোনও শাখায় নিজের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে চায়। কিন্তু

সেই স্বপ্ন পূরণের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত প্রস্তুতি, সঠিক পরামর্শ এবং ধারাবাহিক অধ্যবসায়। ছাত্রছাত্রীদের সেই প্রস্তুতির পথে সহযোগী হয়ে ওঠার লক্ষ্য নিয়েই এগোতে চাইছে আকাশ স্যোন্স অ্যাকাডেমি। প্রতিষ্ঠানের প্রথম ব্যাচের ফলাফল এবং কয়েকজন পড়ুয়ার প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য সেই যাত্রার প্রাথমিক পরিচয় তুলে ধরেছে। প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক বিশ্বনাথ মণ্ডল এবং সহকারী প্রধান শিক্ষক দেবশীষ সিংহের বক্তব্যেও উঠে এসেছে আধুনিক শিক্ষার প্রতি তাঁদের অঙ্গীকার।

তাঁদের কথায়, গোলাপগঞ্জ এলাকায় সুনামের সঙ্গে তাঁরা পাঠদান করে চলেছেন। ছাত্রছাত্রীদের আধুনিক মানের শিক্ষা দেওয়াই তাঁদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। তাঁদের এই বক্তব্যের মধ্যেই রয়েছে আগামী দিনের পরিকল্পনার ইঙ্গিত শুধু পাঠ্যক্রম শেষ করা নয়, বরং ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞান, দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাসের বিকাশ ঘটানো। ২০২৭ শিক্ষাবর্ষে পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ভর্তি, স্মার্ট বোর্ডের মাধ্যমে পাঠদান, বিজ্ঞান বিভাগের পরীক্ষাগার, অঙ্কে দুর্বল পড়ুয়াদের জন্য বিশেষ ক্লাস এবং অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের ভর্তির নতুন সুযোগ সব মিলিয়ে নতুন শিক্ষাবর্ষকে সামনে রেখে নিজেদের পরিসর আরও বিস্তৃত করার প্রস্তুতি নিচ্ছে আকাশ স্যোন্স অ্যাকাডেমি। একটি প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত পরিচয় তৈরি হয় সময়ের সঙ্গে, ধারাবাহিক কাজের মধ্য দিয়ে।

প্রথম ব্যাচের সাফল্য যেমন নতুন আশার আলো দেখি য়েছে, তেমনিই আগামী দিনে আরও বেশি ছাত্রছাত্রীর স্বপ্নপূরণের দায়িত্বও বাড়িয়েছে। গোলাপগঞ্জের শিক্ষা মানচিত্রে নিজেদের জায়গা আরও শক্তিশালী করতে হলে সাফল্যের এই ধারাকে ধরে রাখা, প্রতিটি পড়ুয়ার প্রতি সমান গুরুত্ব দেওয়া এবং শিক্ষার মানকে ধারাবাহিকভাবে উন্নত করাই হবে প্রধান লক্ষ্য। কারণ, আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন তখনই বাস্তবের পথে এগোয়, যখন শিক্ষার ভিত হয় মজবুত, পরিশ্রম হয় নিয়মিত আর সঠিক দিশা হয়ে ওঠে পথচলার সঙ্গী। সেই প্রত্যাশা নিয়েই গোলাপগঞ্জের বুকে নিজেদের শিক্ষাযাত্রা এগিয়ে নিয়ে চলেছে আকাশ স্যোন্স অ্যাকাডেমি।



৩০ অক্টোবর ১১ ২০২৬

গঙ্গাপাড়ের গল্প

নয়া জামানা

ক্ষমতার অপব্যবহার করে মহিলাদের ভোগ করা', নাম না করে ইন্দ্রনীল সম্পর্কে বিস্ফোরক কাকলি!

জোর পাস বিক্রির দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেপ্তার রাজ্যের প্রাক্তন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন। সেই ঘটনার পর থেকে বিভিন্ন বক্তব্য তাঁর বিরুদ্ধে উঠে আসছে। ক্ষমতার অপব্যবহার করে একাধিক কুর্মের অভিযোগও উঠছে। সেই আবহে এবার ইন্দ্রনীল সেন সম্পর্কে নাম না করে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন এনসিপিআই সাংসদ, প্রাক্তন তৃণমূল নেত্রী কাকলি ঘোষ দস্তিদার। সামাজিক মাধ্যমে এই বিষয়ে লিখেছেন বারাসতের সাংসদ। কাকলি লিখেছেন, ভারী নির্ধাতন ও খুনের মতোই নিন্দনীয় ক্ষমতার অপব্যবহার করে মহিলাদের ভোগ করা। ধৃত মন্ত্রী একা নয়, সাদৃশ্যের জন্য কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানাই দ তাহলে কি মন্ত্রী থাকাকালীন ক্ষমতার অপব্যবহার করে মহিলাদের উপর নিগ্রহের ঘটনাও ঘটেছে? আগামী দিনে সেই অভিযোগও সামনে আসতে চলেছে? যদিও এই দু'লাইনের বেশি কোনও কিছুই লেখেননি এনসিপিআই সাংসদ। সেই নিয়ে জোর জল্পনাও উঠেছে। পুজোর পাস বিক্রির অভিযোগে বৃথবার সন্ধ্যায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে রাজ্যের প্রাক্তনমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনকে। ইডির জোরার মুখোমুখি থেকে বের হতেই সল্টলেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করেন কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা আধিকারিকরা। প্রাক্তন মন্ত্রীর



বিরুদ্ধে বউবাজার থানায় দায়ের হওয়া মামলার ভিত্তিতে তাঁর স্ত্রী মধুছন্দা সেন-সহ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও তাঁদের সংস্থা 'মাস আর্ট'-এর বিরুদ্ধেও মামলা শুরু হয়েছে। লালবাজারের অভিযোগ, ইন্দ্রনীলের মদতে ইউনেসকোর নাম ভাঁড়িয়ে ২০২২ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত পুজোয় 'মাস আর্টকে সামনে রেখে কমপক্ষে ৩০ কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে। ইন্দ্রনীলের স্ত্রী মেয়ে, আত্মীয়র নামে থাকা বেশ কয়েকটি ভুয়া ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়েছে। এমনকী শেল কোম্পানি খুলেও মোটা অঙ্কের টাকা পাচার করা হয়েছে বলে দাবি তদন্তকারীদের। শুধু তাই নয়, প্রভাব খাটিয়ে ইউনেসকোর নাম করে বিভিন্ন সংস্থার থেকে

প্রাক্তন মন্ত্রী মোটা অঙ্কের টাকা তুলেছিলেন বলেও জানতে পেরেছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। ইন্দ্রনীলের গ্রেপ্তারের পর বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, উদ্দিগ্ধ আশীর্বাদে ববি হাকিম, অরুণ বিশ্বাস, ইন্দ্রনীল সেন, এরা সবাই নায়ক। অতি ক্ষমতাই দুর্নীতির আসল কারণ। সাংবাদিক বৈঠক করে এদিন স্কোভ উগরে দেন কল্যাণ। তিনি বলেন, তপার্থ চট্টোপাধ্যায়কে একা দায়ী করলে হবে না। আরও অনেকে পরপর আছে। আমি মনে করি, একটা রাজনৈতিক দলের ৫ থেকে ১০ বছরের বেশি থাকা ক্ষমতায় উচিত নয়। কারণ অতি ক্ষমতাই দুর্নীতির মূল কারণ।

চোরবাগানে মৃতদের পরিজনকে স্থায়ী সরকারি চাকরি, ১৭ পরিবারকে নিয়োগের সিদ্ধান্ত রাজ্যের

দুর্গাপুজোর সময় চোরবাগানের মণ্ডপে পদপিষ্ট হয়ে ১৯ জনের মৃত্যুর ঘটনায় মৃতদের পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। মৃত ১৯ জনের মধ্যে ১৭ জনের পরিবারের একজন করে সদস্যকে স্থায়ী সরকারি চাকরি দেওয়ার প্রস্তাব বৃথবার নবান্নে মন্ত্রিসভার বৈঠকে অনুমোদিত হয়েছে। বৈঠকের শুরুতেই চোরবাগানের ঘটনায় মৃতদের স্মরণে নিরবতা পালন করেন মন্ত্রীরা মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের পরে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, মৃতদের পরিবারের কেউ সরকারি চাকরি করতে চাইলে তাঁকে চতুর্থ শ্রেণির কর্মী পদে নিয়োগ করা হবে। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, মৃতদের পরিবারের মধ্যে কোনও একজন যদি সরকারি চাকরি নিতে চান, তাঁকে

সরাসরি চতুর্থ শ্রেণির কর্মী পদে নিয়োগ করা হবে। স্থায়ী কর্মী হিসেবেই নিযুক্ত হবেন তাঁরা কোথায় কী ভাবে নিয়োগ হবে, তার দায়িত্বও নির্দিষ্ট করে দিয়েছে সরকার। জেলার মৃতদের পরিবারের ক্ষেত্রে জেলাশাসক নিয়োগকর্তা হিসেবে কাজ করবেন। কলকাতার ক্ষেত্রে নিয়োগ করবে কলকাতা পুরসভা। তবে মৃত ১৯ জনের মধ্যে বিহারের দুই বাসিন্দার পরিবার এই সুবিধা পাবেন না। কারণ তাঁরা পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা নন। তাঁদের ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। শুভেন্দু বলেন, শুধুমাত্র বিহারের দু'জন মৃতের পরিজনকে আমরা নিয়োগপত্র দিতে পারব না, যেহেতু তাঁরা আমাদের রাজ্যের বাসিন্দা নন। তবে

ক্ষতিপূরণের ২৫ লক্ষ টাকার চেক আমাদের মন্ত্রী উমেশ রাই গিয়ে তাঁদের বাড়িতে পৌঁছে দেবেন। চোরবাগানের দুর্ঘটনার তদন্তও চলছে। পুলিশ সূত্রে খবর, দুর্ঘটনার ঠিক আগে মণ্ডপের পরিস্থিতি সম্পর্কে মাইকে দর্শনার্থীদের সতর্ক করেছিলেন ঘোষ কুশল মজুমদার ওরফে কালিয়া। ঘটনার পরে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁর দাবি, এক পুলিশ আধিকারিকের নির্দেশেই তিনি সম্ভাব্য বিপদের কথা জানিয়ে দর্শনার্থীদের মণ্ডপ থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছিলেন। তদন্তকারীদের বক্তব্য, দুর্ঘটনার কিছুক্ষণ আগে পুজো কমিটির নির্দিষ্ট বসার জায়গায় যাওয়ার কথা বলে কালিয়ার হাতে মাইকের দায়িত্ব দেন সেটু।

উচ্চমাধ্যমিকে উঠে যাচ্ছে সেমেস্টার প্রথা!

আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে উচ্চমাধ্যমিকে বদলাচ্ছে নিয়ম? উঠে যাচ্ছে সেমেস্টার প্রথা? বদল হবে কিনা, সে বিষয়ে এখনই নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যাচ্ছে না। তবে সে সম্ভাবনা এড়ানোও যাচ্ছে না বলেই খবর। আসলে শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মনের মন্তব্য নিয়েই দানা বেঁধেছে জল্পনা। তিনি বলেন, তখনকার মাস্টারশাই আমাদের বলেছেন যে সেমেস্টার সিস্টেমে ছাত্ররা যথাযথ উপকৃত হচ্ছে না। একটা বড় অংশের ধারণা এটাই। আমার ব্যক্তিগত ধারণা একজন শিক্ষক, সেই জায়গা থেকে আমরা বিষয়টাকে পর্যালোচনার পর্যায়ে রাখছি। দ তবে আদৌ উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার পদ্ধতি বদল হবে কিনা, সে বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও একসময় একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি মিলিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা হত। পরবর্তীকালে শুধুমাত্র দ্বাদশ শ্রেণির সিলেবাসের উপর নির্ভর

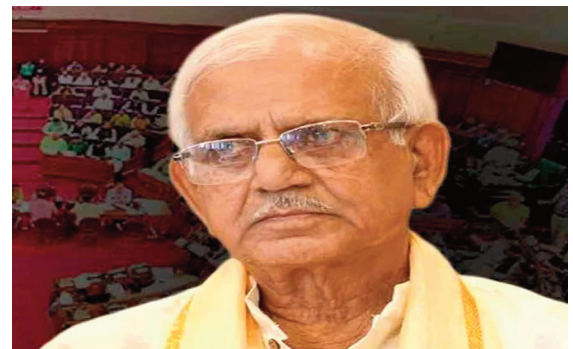


করে নেওয়া হত উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। তবে বিগত তৃণমূল সরকারের আমলে উচ্চমাধ্যমিকের পরীক্ষা পদ্ধতিতে বদল করা হয়। চালু হয় সেমেস্টার প্রথা। সেই অনুযায়ী একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে মোট চারটি পরীক্ষায় বসতে হয় পড়ুয়াদের। তবে শিক্ষকদের দাবি, এই সেমেস্টার প্রথার ফলে সমস্যা পড়ছে পড়ুয়ারা। তাদের সার্বিক উন্নতিও নাকি বিশেষ

হচ্ছে না বলেই দাবি। সে কারণেই সরকারের পালাবদলের পর সেমেস্টার প্রথায় বদলের ভাবনাচিন্তা চলছে। ইতিমধ্যে বদলের দাবিও নাকি বিকাশ ভবনে জমা পড়েছে। আর তারপরই শোনা যাচ্ছে বিকাশ ভবনে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে বৈঠকও হয়েছে। তবে আদৌ সেমেস্টার প্রথা উঠে যাবে কিনা, নিশ্চিতভাবে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।

বর্তমানে কালীঘাট শিবিরে ২৭ বিধায়ক! শোভনদেবের দাবি ঘিরে বিতর্ক

তৃণমূলের দুই শিবিরের টানা পোড়নের পারদ ক্রমশ উর্ধ্বমুখ। একে একে কয়েকজন তৃণমূল বিধায়ক বিরোধী দলনেতা স্বতন্ত্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গ ছেড়ে গত কয়েকদিনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরে যোগ দেওয়ার কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন। বস্তুত, সেই কারণে দল ও প্রতীক নিয়ে লড়াই ও জাতীয় নির্বাচন কমিশনে চূড়ান্ত শুনানির দিন যতই এগিয়ে আসছে, ততই দু'পক্ষের চাপানউতোরের জেরে কালীঘাটপন্থী একাধিক বিধায়কদের উপর পুলিশের চাপ ক্রমশ বাড়ছে বলে অভিযোগ। বৃহস্পতিবার কালীঘাট শিবিরের তরফে বিধানসভার দলনেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় অভিযোগ করেছেন, “ভয়ংকর অত্যাচার শুরু হয়েছে মমতাকে সমর্থন করা বিধায়কদের উপর। দু'জন মহিলা বিধায়ক এসে অভিযোগ করেছেন, তাঁদের ছেলেদের পুলিশ থানায় আটকে রেখে বলেছে, আগে গিয়ে স্বতন্ত্রতদের লিস্টে সই করে এসো তা না হলে ছাড়া হবে না। ছেলেদের মামলা দিয়ে দেবে, অন্তত ছয়মাস জেলে থাকবে। গুঁদের (স্বতন্ত্রত) সঙ্গে থাকা বেশ কয়েকজন বিধায়ক পুজোর মধ্যে ও পরে যোগাযোগ করেছেন, সবাই চলে আসবেন বলেছেন।” এরপরই শোভনদেব দাবি করেন, “অনেকে চলে আসায় অংকের হিসাবে আমাদের শিবিরে এখন বিধায়ক সংখ্যা ২৭ জন, অর্থাৎ তৃণমূলের



জয়ীদের হিসাবে এক তৃতীয়াংশের বেশি হয়ে গিয়েছে।” যদিও স্বতন্ত্রত শিবিরের অন্যতম নেতা তথা বিধানসভার ডেপুটি লিডার এন্টালির বিধায়ক সন্দীপন সাহা পাল্টা বলেন, “এই সংখ্যার দাবি ঠিক নয়, দু'একজন বাড়তে পারে, কিছুতেই ওটা ২৭ হবে না।” বিরোধী দলনেতা নির্বাচনের সময় কালীঘাট তৃণমূলের সঙ্গে ছিল মাত্র ১৮জন। একে একে শিবির বদল করার জেরে সেটাই বেড়ে হল ২৭ হয়েছে বলে দাবি শোভনদেবের। হাসনের বিধায়ক কাজল শেখ, শোভনদেবের হাত থেকে বিজয়ার মিষ্টি-মুখ নিয়ে এত বিতর্ক যাঁকে ঘিরে, তিনিও এদিন বিধানসভায় ছিলেন। বলেন, “আমার নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, দলগতভাবে আমি মমতাদির সঙ্গে, তবে বিরোধী দলনেতা হিসাবে এখনও আমি স্বতন্ত্রতকে মানছি।” বৃহস্পতিবারই তাঁর দুই নিরাপত্তারক্ষী প্রত্যাহার হয়েছে, বাড়িতে পুলিশি

অভিযান হয়েছে বলে দাবি শোভনদেবের। প্রথম থেকে স্বতন্ত্রত শিবিরে থাকা উত্তরবঙ্গের চাকুলিয়ার বিধায়ক মিনহাজুল আফরিন আজাদ এদিন মুখ্যমন্ত্রীর রায়গঞ্জের প্রশাসনিক বৈঠকে যোগ দেননি। বিধানসভায় এদিন মিনহাজুলের বক্তব্য, “আমি বিরোধী দলনেতার জন্য একসময় স্বতন্ত্রত সমর্থনে সই করেছিলাম। কিন্তু আমি মমতাদির সঙ্গে আছি, হলফনামায় দিদির পক্ষে সই করেছি। লোকেদেরও সই করাচ্ছি।” তবে স্বতন্ত্রত শিবিরের সঙ্গে থাকা প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী তথা মধ্যমখামের বিধায়ক রথীন ঘোষ ও বারুইপুর পূর্বের বিধায়ক বিভাস সর্দার প্রকাশ্যেই মমতার পক্ষে সওয়াল করলেও দু'জনের নিরাপত্তারক্ষী অপরিবর্তিত রয়েছে। যদিও মহালয়ার দিন নিজের কেন্দ্রে ঢোসা থেকে ফেরার পথে বিভাসের উপর বিজেপির হামলা হয়েছে।

সম্পাদকীয়

৩০ অক্টোবর ২০২৬ ১১ শুক্রবার

বাল্যবিবাহে বজ্রাঘাত

অসমে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে এবার আর কথার লড়াই নয়, সরাসরি আইনের কঠোর আঘাত! ৫৫৭ জন গ্রেফতার, ৪৭৬টি মামলা-মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সরকারের এই অভিযান স্পষ্ট করে দিয়েছে, সামাজিক কুপ্রথা আর আড়ালে অপরাধ করে পার পাওয়ার দিন শেষ হওয়া উচিত। তাঁর সাক্ষরিত, অসম থেকে বাল্যবিবাহ সম্পূর্ণ নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত অভিযান থামবে না। এই ঘোষণার তাৎপর্য এখানেই একটি শিশুর ভবিষ্যৎকে বলি দিয়ে সমাজের কোনও কুপ্রথাই চিরকাল টিকে থাকতে পারে না। প্রশ্ন হল, যে বয়সে হাতে বই থাকার কথা, সেই বয়সে কেন বিয়ের বোঝা চাপবে কিশোরীর কাঁধে? প্রশাসনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, চলতি অভিযানে এখনও পর্যন্ত ৪৭৬টি মামলা দায়ের হয়েছে এবং ৫৫৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ২০২৪ সালে গোটা অভিযানে যেখানে ৩৬৩টি মামলা হয়েছিল এবং ৪৩২ জন গ্রেফতার হয়েছিলেন সেখানে এবার প্রাথমিক পর্যায়ে সেই পরিসংখ্যান ছাপিয়ে গিয়েছে। মামলা বেড়েছে ১১৩টি, গ্রেফতারির সংখ্যা বেড়েছে ১২৫। এই পরিসংখ্যান নিছক সংখ্যা নয়, বরং প্রশাসনিক সক্রিয়তার একটি গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত। তবে আসল লড়াই শুধু গ্রেফতারির হিসাব বাড়ানো নয়, বরং এমন পরিস্থিতি তৈরি করা যেখানে কোনও পরিবার বাল্যবিবাহের কথা ভাবার আগেই আইনের ভয় এবং সামাজিক সচেতনতা তাকে থামিয়ে দেয়। বাল্যবিবাহ কোনও নিরীহ পারিবারিক প্রথা নয়। এটি শিশুর অধিকার হরণের নির্মম বাস্তবতা।

অল্প বয়সে বিয়ে মানে শিক্ষার দরজা বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা, অকাল মাতৃত্বের ঝুঁকি, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের বিপর্যয় এবং স্বনির্ভর হওয়ার সুযোগ সংকুচিত হয়ে যাওয়া। যে সমাজ কন্যাসন্তানের হাতে বই তুলে দেওয়ার বদলে বিয়ের সাজ তুলে দেয়, সেই সমাজ আসলে নিজের ভবিষ্যৎকেই অন্ধকারে ঠেলে দেয়। দারিদ্র্য, কুসংস্কার কিংবা সামাজিক চাপ কোনও অজুহাতেই একটি শিশুর শৈশব কেড়ে নেওয়ার অধিকার কারও নেই। আইন যদি এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে কঠোর হয় তবে তাকে দুর্বলতা নয়, ন্যায় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হিসেবেই দেখা উচিত। অসম সরকারের দাবি, ২০২১-২২ থেকে ২০২৩-২৪ সালের মধ্যে ২০টি জেলার ১, ১৩২টি গ্রামে পর্যালোচনা বাল্যবিবাহের ঘটনা প্রায় ৮-১ শতাংশ কমেছে।

এই পরিসংখ্যান আশার আলো দেখায়। কিন্তু আত্মতুষ্টির কোনও জায়গা নেই। কারণ, যে কুপ্রথা দীর্ঘদিন ধরে সামাজিক মানসিকতার মধ্যে শিকড় গেড়েছে, তাকে কয়েক দফা পুলিশি অভিযানেই উপড়ে ফেলা সম্ভব নয়। গ্রেফতারির পাশাপাশি প্রয়োজনীয় দ্রুত বিচার, নিরপেক্ষ তদন্ত, ভুক্তভোগী শিশুদের সুরক্ষা এবং পরিবারগুলির পুনর্বাসনের ব্যবস্থা। একই সঙ্গে স্কুলছুট মেয়েদের শিক্ষায় ফেরানো, দরিদ্র পরিবারকে সহায়তা দেওয়া এবং গ্রামস্তরে সচেতনতা বাড়ানো জরুরি। আইন প্রয়োগের কঠোরতা ও সামাজিক সংস্কারের ধারাবাহিকতা দুটিকে একসঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তবে একটি বিষয় স্পষ্ট অভিযান যেন কেবল প্রচারের হাতিয়ার হয়ে না থাকে। অপরাধের অভিযোগ উঠলে যথাযথ তদন্ত হোক, দোষ প্রমাণিত হলে আইন অনুযায়ী শাস্তি হোক এবং কোনও নিরপরাধ মানুষ যেন হয়রানির শিকার না হন। প্রশাসনের সাফল্য মাপা উচিত শুধু কতজন গ্রেফতার হলেন তা দিয়ে নয়, কতজন শিশুকে বাল্যবিবাহের হাত থেকে রক্ষা করা গেল, কতজন কিশোরী স্কুলে ফিরল এবং কত পরিবার এই কুপ্রথা থেকে বেরিয়ে এল তার ভিত্তিতে।

গোপনতার অনন্য রহস্যে ঘেরা সাহিত্যের নোবেল

সুনীল মাইতি

সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও শিক্ষক



প্রতি বছর অক্টোবরের শুভ শরতে গোটা বিশ্ব পরম আগ্রহে অপেক্ষা করে সুইডেনের স্টকহোম শহরের দিকে। চিকিৎসা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন কিংবা অর্থনীতির মতো বিজ্ঞানের নানা শাখায় করা নোবেল সম্মান পেতে চলেছেন, তা নিয়ে বিশেষজ্ঞ মহলে নানা ধরনের বস্তুনিষ্ঠ পূর্বাভাস বা সমীকরণ দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু যে একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে বিশ্বজুড়ে চরম রহস্য, উৎকণ্ঠ, জল্পনা আর তুমুল কৌতূহল দানা বাঁধে তা হলো সাহিত্যের নোবেল পুরস্কার। কার হাতে উঠতে চলেছে বিশ্ব সাহিত্যের এই সর্বাপেক্ষা গণ্য পরম সম্মান, সেই সিদ্ধান্ত চূড়ান্তভাবে ঘোষণার মুহূর্তটি পর্যন্ত সুইডিশ অ্যাকাডেমি যে অভাবনীয় মাত্রার গোপনতা বজায় রাখে, তা নোবেল পুরস্কারের অন্য যেকোনো বিভাগের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা, স্বতন্ত্র ও নিজস্ব। সাহিত্যের নোবেল ঘোষণার এই অতি গোপনতার পেছনে রয়েছে একটি দীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট। সুনির্দিষ্ট নান্দনিক দর্শন এবং কঠোর প্রশাসনিক নীতি। ১৮৯৫ সালে শিক্ষাপতি এবং বিজ্ঞানী আলফ্রেড নোবেলের ঐতিহাসিক উইলে স্পষ্ট নির্দেশ ছিল, মানবজাতির কল্যাণে সাহিত্যক্ষেত্রে যিনি আদর্শগত এবং সেরা কাজ উপস্থাপন করবেন, তাঁকেই পুরস্কৃত করতে হবে।

১৮৯৭ সালে গঠিত হওয়া ঐতিহ্যবাহী সুইডিশ অ্যাকাডেমিকে এই গুরু দায়িত্ব পালনের জন্য নির্ধারিত করা হয়। অ্যাকাডেমির ১৮ জন আজীবন সদস্য, যাদের সুইডিশ ভাষায় ‘দে এইটিন’ বা ‘সেই আঠারো জন’ বলা হয়, এই সামগ্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়া অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পরিচালনা করেন। এই বিশিষ্ট সদস্যদের অভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্ত ও গোপনীয়তার রক্ষার যে ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি তা কেবল সাধারণ কোনো প্রশাসনিক নিয়ম নয়, বরং শতাব্দীর শতাব্দী ধরে চলে আসা পবিত্র ব্রত ও নৈতিক অনুশাসন। বাস্তবে এই পুরস্কারের মনোনয়ন পর্ব থেকেই শুরু হয় গভীর গোপনতার খেলা। প্রতি বছর জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারি মাসে বিশ্বজুড়ে নিবন্ধিত বিশ্ববিদ্যালয়, সাহিত্যের অধ্যাপক, সাহিত্য অ্যাকাডেমী, আন্তর্জাতিক পেন ক্লাব এবং সাবেক নোবেলজয়ীদের কাছ থেকে প্রায় সাড়ে ৩০০ থেকে ৪০০ বিখ্যাত লেখকের নাম প্রস্তাব হিসেবে এসে পৌঁছায় সুইডিশ অ্যাকাডেমীর দপ্তরে। এপ্রিল মাসের মধ্যে অ্যাকাডেমি অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে সেই বিশালাকার তালিকা ছোট করে ১৫ থেকে ২০ জনের



একটি খসড়া তালিকা তৈরি করে। এরপর মে মাসের শেষভাগে এসে সেই তালিকা আরও ছোট করে মাত্র পাঁচজন চূড়ান্ত সাহিত্যিকের একটি সংক্ষিপ্ত গোপন তালিকায় নামিয়ে আনা হয়। গ্রীষ্মকালীন ছুটির দীর্ঘ চার মাসে অ্যাকাডেমির ১৮ জন বিচারক বিশ্বসাহিত্যের সেই পাঁচ জন মহান লেখকের সমস্ত সৃষ্টিশীল কাজ নিবিড়ভাবে অধ্যয়ন করেন, অনুবাদ বিশ্লেষণ করেন এবং সাহিত্যমূল্য বিচার করেন। কিন্তু এই দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় যাদের নাম আলোচনায় আসে তাদের কারও পরিচয় বাইরে প্রকাশ করা তো দূরের কথা, সামান্যতম তথ্যও যেন কোনোভাবেই লিক না হয়, তার জন্য চরম প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। নোবেল কমিটির নিজস্ব প্রথা ও সংবিধান অনুযায়ী যেকোনো বছরের মনোনয়ন, বিচারকদের ব্যক্তিগত মতামত এবং বাছাই প্রক্রিয়ার মূল নথি আনুষ্ঠানিকভাবে অন্তত ৫০ বছর সম্পূর্ণ অপ্রকাশিত এবং গোপন রাখা আইনি বাধ্যবাধকতা। তথ্য গোপন রাখার এই সংস্কৃতি বজায় রাখতে সুইডিশ অ্যাকাডেমি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নানাবিধ বিচিত্র ও বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ কৌশল ব্যবহার করে আসছে।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই দেখা যায়, ডিজিটাল যুগের আগে যখন চিঠিপত্র বা সরাসরি সভায় আলোচনা চলত, তখন কোনো লেখকের আসল নাম মুখে বা কাগজে উচ্চারণ করা হতো না। বিচারকরা লেখকদের জন্য তৈরি করতেন বিশেষ সাংকেতিক নাম বা ছদ্মনাম। উদাহরণস্বরূপ, বিশিষ্ট সুয়েডিয় লেখক তথা অ্যাকাডেমির সদস্য হ্যালি মার্টিন যখন বিচার প্রক্রিয়ায় যুক্ত ছিলেন, তখন লেখকদের সাংকেতিক কোড ছাড়া সম্মোদনই করা হতো না। অনেক সময় সুনির্দিষ্ট কোনো বইয়ের কথা আলোচনা করতে গিয়েও বিকল্প কোনো কাল্পনিক নাম ব্যবহার করা হতো, যাতে ভুলবশত সেই চিঠি বা কাগজ হস্তান্তরিত হলেও কেউ আসল প্রার্থীর নাম টের না পায়। বিংশ শতাব্দীর পর একবিংশ শতাব্দীতে প্রযুক্তির ব্যাপক বিস্তারের সাথে সাথে সুরক্ষার কৌশলও আমূল বদলে গেছে। যেকোনো ধরনের আধুনিক ডিজিটাল হ্যাকিং, সাইবার আক্রমণ বা গোপনে আড়ি পাতা রোধ করতে বিচারকদের

যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ এনক্রিপ্টেড এবং অতি-সুরক্ষিত অভ্যন্তরীণ সংকেতের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। এমনকি কোনো মিটিংয়ের খসড়া নথি বা ব্যক্তিগত মতামত আদান-প্রদানের জন্য সম্পূর্ণ আলাদা ও নিরাপদ নেটওয়ার্ক ব্যবহার করা হয়। কাগজপত্রের মূল রূপ থেকে শুরু করে অ্যাকাডেমির বার্ষিক নৈশভোজের গোপন আলোচনা প্রতিটি পদক্ষেপে সদস্যরা বজায় রাখেন অলঙ্ঘনীয় সতর্কতা। অন্যান্য বিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কারের ক্ষেত্রে বিশ্বজুড়ে চলা গবেষণার প্রভাব ও সাইটেশন দেখে সম্ভাব্য বিজয়ীর নাম অনুমান করা কিছুটা হলেও সহজ হয়। কারণ বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার মানদণ্ড মূলত নির্দিষ্ট আবিষ্কার, তথ্য, উপাত্ত ও প্রমাণের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে তা নয়, এটি অত্যন্ত মননশীল, নান্দনিক সাংস্কৃতিক, ব্যক্তিগত অনুভূতির জায়গা। নির্ধারণ করার মতো কোনো বৈজ্ঞানিক স্কেল, নির্দিষ্ট মাপকাঠি বা গাণিতিক সূত্র নেই। ফলে সিদ্ধান্ত প্রকাশের আগে নাম লিক হয়ে গেলে তা বিচারকদের ওপর রাজনৈতিক, সামাজিক, ভূ-রাজনৈতিক বা আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের প্রবল ও অনাকাঙ্ক্ষিত চাপ তৈরি করতে পারে। কোনো বিশেষ ভাবধারার লেখককে কেন্দ্র করে বিশ্বজুড়ে লবিং শুরু হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। সুইডিশ অ্যাকাডেমী বিশ্বাস করে, সম্পূর্ণ স্বাধীন, নিরপেক্ষ এবং সংভাবে একজন লেখকের সাহিত্যিক অবদানকে মূল্যায়ন করতে হলে আন্তর্জাতিক চাপ ও বাহ্যিক প্রভাব থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখা আবশ্যিক। আর সেই স্বাধীনতা রক্ষার একমাত্র সুদৃঢ় গ্যারান্টি হলো চরম নিরপেক্ষতা ও পরম গোপনতা। তবে শত চেষ্টা সত্ত্বেও অতীতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়; এই অতি, গোপনতার নিশ্চিত বর্ম ভেঙে কয়েকটি অনাকাঙ্ক্ষিত বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। সবচেয়ে বড় আঘাতটি আসে ২০১৮ সালে, যখন সুইডিশ অ্যাকাডেমি একটি বিরাট প্রাতিষ্ঠানিক সংকটের মুখে পড়ে। অ্যাকাডেমীর এক প্রভাবশালী নারী সদস্যের স্বামীর বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে তথ্য পাচার এবং গুরুতর অনৈতিকতার অভিযোগ ওঠে। অনুসন্ধানে জানা যায়, ঘোষণার আগেই টানা কয়েক বছর ধরে বিজয়ী লেখকদের নাম বেটিং সিডিকেট

বা বাইরের বাণিজ্যিক গোষ্ঠীর কাছে গোপন সূত্রে লিক করে দেওয়া হয়েছিল। এই চরম বিতর্কের ফলে শতাব্দী সুইডিস অ্যাকাডেমীর আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি ও বিশ্বস্ততা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে ২০১৮ সালের সাহিত্যের নোবেল প্রদান স্থগিত রাখা হয় এবং নতুন বিচারক নিয়োগ ও প্রশাসনিক সংস্কারের পর ২০১৯ সালে একসঙ্গে দুটি বছরের পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। এই অপ্রীতিকর ঘটনাটি সুইডিশ অ্যাকাডেমিকে আরও বেশি সতর্ক, অনুতপ্ত এবং কঠোর করে তোলে। গোপনতার অভ্যন্তরীণ বিধিনিয়মে যুক্ত করা হয় আরও নতুন কড়াকড়ি এবং অভূতপূর্ব নিরাপত্তা প্রটোকল, যাতে অ্যাকাডেমীর বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে পৃথিবীর কোথাও কোনো বিন্দুমাত্র সংশয় না থাকে। সবশেষে বলা যায়, সাহিত্যের নোবেলকে কেন্দ্র করে যে সুবিশাল এবং মোহময় রহস্যের আবহ তৈরি হয় তা বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি বইপ্রেমী এবং পাঠকদের হৃদয়ে এক অদ্ভুত ও চিরন্তন রোমাঞ্চ সৃষ্টি করে। ঘোষণার কয়েক দিন আগে থেকেই আন্তর্জাতিক বেটিং সাইটগুলোতে বাজি ধরা থেকে শুরু করে সাধারণ কফি হাউসের আড্ডার টেবিল বা পত্রপত্রিকার সাহিত্য পাতা; সবখানেই জমে ওঠে যুক্তি-তর্কের ঝড়। তবে এই গোপন রহস্যের মূল উদ্দেশ্য সত্তা প্রাতিষ্ঠানিক প্রচার বা নাটকীয় চমক সৃষ্টি করা নয় বরং বিশ্বসাহিত্যের মতো অতি সূক্ষ্ম, স্বাভাবিক শ্রম্য ও সংবেদনশীল সৃষ্টিশীল কাজকে বিশ্ব রাজনীতি, বাণিজ্যিক স্বার্থ ও অপ্রয়োজনীয় প্রচারের আলো থেকে আড়াল করে প্রকৃত সম্মান জানানো। প্রতিবছর অক্টোবরের এক মাহেস্ত্র ফলনে যখন সুইডিশ অ্যাকাডেমীর স্থায়ী সচিব প্রাচীন ঐতিহ্য মেনে স্টকহোমের স্টক এক্সচেঞ্জ ভবনের ঘরের ভারি দরজা খুলে বেরিয়ে আসেন এবং বিশ্ববাসীর সামনে নতুন বিজয়ী সাহিত্যিকের নাম উচ্চারণ করেন কেবল তখনই বিশ্ববাসী জানতে পারে সাহিত্যের নতুন নক্ষত্রের নাম। এই নীরবতা, পরম আত্ম-সংযম এবং কঠোর গোপনতাই আসলে সাহিত্যের নোবেল পুরস্কারকে বিশ্বমঞ্চে এক অতুলনীয়, সর্বজনশ্রদ্ধেয়, মহিমাম্বিত ও রাজকীয় আসনে চিরদিনের জন্য অধিষ্ঠিত করে রেখেছে।



৩০ অক্টোবর ১১ ২০২৬

বাংলা

নয়া জামানা

জাতীয় যোগাসন চ্যাম্পিয়ন শিপে স্বর্ণপদক জয় করে ভারত সেরা মেমারির খুদে

জেলা ও রাজ্যের গণ্ডি ছাড়িয়ে জাতীয় যোগাসনের মঞ্চে পূর্ব বর্ধমানের মেমারির মুখ উজ্জ্বল করল খুদে যোগাসন শিল্পী জ্যোতি বল। রাজস্থানের জয়পুরে অনুষ্ঠিত ৫১তম সাব-জুনিয়র ও জুনিয়র জাতীয় যোগাসন চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় ১০ থেকে ১২ বছর বালিকা বিভাগে সারা দেশের প্রতিযোগীদের পিছনে ফেলে প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক ছিনিয়ে এনেছে জ্যোতি বল। রাজস্থানের মুখ্য মন্ত্রী ভজন লাল শর্মার উপস্থিতিতে এই অনন্য সম্মান অর্জন করে ছোট জ্যোতি। এই ঐতিহাসিক সাফল্যের সুবাদে সে এবার সাউথ কোরিয়ায় আয়োজিত ১১তম এশিয়ান যোগাসন প্রতিযোগিতায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার পাশাপাশি বেঙ্গল অলিম্পিকেও অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছে বলে পরিবার সূত্রে খবর জানা যায়, মাত্র তিন বছর বয়সে জ্যোতি অত্যন্ত দুর্বল ও অসুস্থ প্রকৃতির ছিল।

শারীরিক উন্নতির লক্ষ্যেই মা গৌরী বল তাকে বিষ্ণুপুর ফুটবল খেলার মাঠে মেমারি যোগ থেরাপি সেন্টারের প্রশিক্ষক নয়ন মজুমদারের কাছে যোগাসনে ভর্তি করান। চার-পাঁচ বছর বয়স থেকেই জ্যোতি মেদিনীপুর, খড়াপুর, কাটোয়া, বর্ধমান সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে শুরু করে। শুরুতে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় চতুর্থ বা পঞ্চম স্থান পেলেও কঠোর নিয়মানুবর্তিতা ও জেদের জোরে ধাপে ধাপে নিজেকে তৈরি করে মেমারি ছোট জ্যোতি জ্যোতির বাবা অসিত বল সেনাবাহিনীতে কর্মরত, তাই লড়াইয়ের প্রতিটি পদক্ষেপে মেয়ের পাশে থেকে সাহস জুগিয়েছেন তার মা। জ্যোতির এই সাফল্য কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়, বরং ধারাবাহিক অধ্যবসায়ের ফল।



জেলা ও রাজ্যের গণ্ডি ছাড়িয়ে জাতীয় যোগাসনের মঞ্চে পূর্ব বর্ধমানের মেমারির মুখ উজ্জ্বল করল খুদে যোগাসন শিল্পী জ্যোতি বল।

মেমারি যোগ থেরাপি সেন্টারের সম্পাদক ও প্রশিক্ষক নয়ন মজুমদার জানান, জেলা স্তরে ৫৩৫ জন প্রতিযোগীর মধ্যে ১০,১২ বছর বয়স বিভাগে প্রথম স্থান অর্জন করে জ্যোতি। এরপর রাজ্য স্তরে প্রায় ৮০০ থেকে ৮৫০ জন প্রতিযোগীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ফের নিজের বিভাগে সেরা স্থান দখল করে সে। গত ৩ থেকে ৬ অক্টোবর যোগ ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া'র তত্ত্বাবধানে এবং যোগা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন অফ রাজস্থানের ব্যবস্থাপনায় জয়পুরের অলংকার পিজি গার্লস কলেজ ক্যাম্পাসে ৫১তম সাব-জুনিয়র ও জুনিয়র জাতীয় যোগাসন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় সেখানে দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে অংশ নেওয়া প্রায় ১, ২০০ প্রতিযোগীকে পেছনে ফেলে প্রথম স্থান অধিকার করে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হয় জ্যোতি মেমারি যোগ থেরাপি সেন্টারে ব্রাঞ্চ বিষ্ণুপুর যুব সংঘ পাঠাগার ক্লাবের ছাত্রী জ্যোতি

বলের এই অভাবনীয় জয়ে গর্বিত তার নিজের গ্রাম বিষ্ণুপুর গোপীনাথপুর মেমারি যোগ থেরাপি সেন্টার, পূর্ব বর্ধমান যোগ অ্যাসোসিয়েশন এবং সমগ্র মেমারিবাসী। মেমারি যোগ থেরাপি সেন্টারের প্রশিক্ষক নয়ন মজুমদার, সূত্রত যোগ, সূতপা মজুমদার, সুজিত সরকার, সৌম্যজিৎ রায় ও শুভেন্দু গুই জ্যোতির এই সাফল্যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মঞ্চে তার আরও বড় সাফল্যের জন্য শুভকামনা জানিয়েছেন। বর্তমানে মোবাইল-আসক্তির যুগে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য যোগাসনের গুরুত্ব তুলে ধরে জ্যোতির প্রশিক্ষক ও পরিবার বার্তা দিয়েছেন; নিয়মিত যোগচর্চা শিশুদের সুস্থ ও আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তুলতে পারে। মেমারির এই খুদে প্রতিভার চোখ এখন সাউথ কোরিয়ার আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশের তেরঙ্গা ওড়ানোর দিকে।

উপজাতির মর্যাদা নিয়ে ক্ষোভ পাহাড়ে, কোনও অগ্রগতি নেই, জানাল কেন্দ্র

১১টি জনজাতিকে তপশিলি উপজাতির মর্যাদা দেওয়ার দাবি দীর্ঘদিনের। তবে, সেই দাবি পূরণে কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও উদ্যোগ নেই বলে অভিযোগ উঠছে। সম্প্রতি পাহাড়ের এক রাজনৈতিক ব্যক্তির তথ্য জানার অধিকার (আরটিআই)-এর আবেদনের জবাবে কেন্দ্র জানিয়েছে, এই বিষয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে, প্রস্তাবটি পর্যালোচনা পর্যায়ে রয়েছে। আরটিআইয়ের জবাব প্রকাশ্যে আসতেই পাহাড়ে ফের কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সুর চড়াতে শুরু করেছে রাজনৈতিক দলগুলি। ভারতীয় গোপনী প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার মুখপাত্র শক্তিপ্রসাদ শর্মা বলেছেন, 'বিজেপি ২০০৯ সাল থেকে পাহাড়বাসীকে ধোঁকা দিয়ে যাচ্ছে। এখানকার জন্য কিছুই করেনি। তার প্রমাণ এই আরটিআইয়ের জবাব।' তবে বিজেপির পার্বত্য শাখার নেতা তথা কাসিয়াংয়ের বিধায়ক সোনাম লামা অবশ্য বলেছেন, 'পাহাড় সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান এবং ১১টি জনজাতিকে উপজাতির মর্যাদা দেওয়া- এই দুটি বিষয় কেন্দ্রীয় সরকার গুরুত্ব সহ বিবেচনা করছে। একসঙ্গে দুটি সমস্যা মিটেবে বলে আশা করছি।' তাঁর সংযোজন, 'একটা মন্ত্রকের আধিকারিকরা আরটিআইয়ের জবাব দেন। কিন্তু নীতি তো সরকার গ্রহণ করে। তাই এটা নিয়ে বিব্রত হওয়ার কিছু নেই।'



গুরুং, মংগর, নেওয়ার, রাই, খাস, বীরেন্দ্র রসাইলির করা আরটিআইয়ের জবাবে কেন্দ্রীয় উপজাতি উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রক জানাচ্ছে যে, এই বিষয়টি বিবেচনাধীন। বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ ডঃ হরকবাহাদুর ছেত্রীর বক্তব্য, '২০১৮ সালে আমরা কেন্দ্রকে এই বিষয়ে চিঠি লিখেছিলাম। সেই সময় জানা গিয়েছিল যে, রেজিস্ট্রার জেনারেল অফ ইন্ডিয়া (আরজিআই) পাহাড়ের ১১টি জনজাতিকে তপশিলি উপজাতির মর্যাদা দেওয়ার দাবি খারিজ করে দিয়েছে।' তিনি বলেন, 'গোখাদের এই ১১টি জনজাতির আগে দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে আরও ২৯টি এমন প্রস্তাব জমা রয়েছে। যেগুলির একটিরও সুরাহা হয়নি। তাহলে সেই ২৯টিকে বাদ দিয়ে ৩০ নম্বরে থাকা গোখাদের দাবির মান্যতা পাওয়া স্বপ্নই থেকে যাবে।'

হাতির করিডরে বাধা সরাতে উদ্যোগ

হাতির করিডরে বাধা সরাতে ব্যাংডুবিং সিক্সটিন এফএডি-র সেনাছাউনিতে বন্যপ্রাণীদের জন্য ২৬টি অতি বিপজ্জনক এবং ৫টি আংশিক বিপজ্জনক জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে। বুধবার কাসিয়াং বন বিভাগ ও সামরিক বিভাগের যৌথ উদ্যোগে সামরিক বিভাগের সিক্সটিন এফএডি-র অভ্যন্তরে পরিদর্শন করে এই বিপজ্জনক জায়গাগুলি

চিহ্নিত করা হয়। পুরো বিষয়টি রেকর্ড করা হয়েছে। এবিষয়ে একটি রিপোর্ট তৈরি করে কাসিয়াং বন বিভাগের ডিএফওকে পাঠানো হবে। এডিএফও রাঙ্ল দেব মুখে 'পাখ্যায় বলেন, আজ বাগডোগরা রেঞ্জ অফিসার সম্ভর্ত সাধু, বাগডোগরা এলিফ্যান্ট স্কোয়াডের রেঞ্জ অফিসার মানসকান্তি যোগ সামরিক বিভাগের আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে পরিদর্শন করেন।

NAYAN
নয়ন এন্টারপ্রাইজ

দুর্গাপুজার
খুশিতে দ্বিগুণ আনন্দ,
ই-রিম্মায়
৫০০০
টাকা ছাড়
অবিরত!

মাসিক
কিস্তিতে ব্যাটারি
পাওয়া যায়

এম. কে.রোড (শান্তি ভারতী পরিষদের বিপরীতে) মালদা

Nishal EV
by
Nayan Enterprise
ELECTRIC SCOOTER MANUFACTURER

Official Number
8927549704

Mr. Gupta
8016844492



৩০ অক্টোবর ১১ ২০২৬

বাংলা

নয়া জামানা

ঘূর্ণিঝড় অর্ণবের প্রভাবে দুশ্চিন্তায় জঙ্গলমহলের ধানচাষিরা

ঘূর্ণিঝড় অর্ণব ও নিম্নচাপের বৃষ্টির জেরে দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন জঙ্গলমহলের ঝাড়গ্রাম জেলার ধানচাষিরা। জেলার গোপীবল্লভপুর-২, গোপীবল্লভপুর ১, নয়াগ্রাম, বেলপাহাড়ি- ব্লক সহ বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষের জীবিকা মূলত কৃষিনির্ভর। কিন্তু একটানা বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়ার প্রভাবে এবার ধানের ফলন ঘরে তোলা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। ইতিমধ্যেই একাধিক এলাকায় বিঘের পর বিঘে জমির পাকা ধান হাওয়ায় মাটিতে শুয়ে পড়েছে। অন্যদিকে, অনেক চাষি জমি থেকে পাকা ধান কেটে রাখলেও বৃষ্টির কারণে তা বাড়িতে তুলতে পারছেন না। ফলে মাঠেই নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে সোনার ফসল নিয়ে। চাষিদের আশঙ্কা, বৃষ্টি চলতে থাকলে ধানের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। জমিতে জল জমে থাকায়



ফসলের ক্ষতির পাশাপাশি পোকামাকড়ের উপদ্রব বাড়ার আশঙ্কাও করছেন তাঁরা। পাকা ধান মাটিতে পড়ে যাওয়ায় ফসল কাটতে সমস্যা হচ্ছে। অন্যদিকে, কাটা ধান সময়মতো ঘরে তুলতে না পারলে ভিজে গিয়ে তার গুণমান নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। স্থানীয় চাষিদের কথায়, সারা বছর এই ধান চাষের আয়ের উপর নির্ভর করেই তাঁদের

সংসার চলে। অনেকেই চাষের জন্য ঋণ নেন। ফলে প্রাকৃতিক দুর্ভোগের কারণে ফসলের ক্ষতি হলে তাঁদের আর্থিক সংকট আরও বাড়বে। সারা বছরের পরিশ্রমের ফসল চোখের সামনে নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় উদ্বেগ বাড়ছে কৃষকদের মধ্যে। চাষিদের আশঙ্কা, বৃষ্টির দাপট অব্যাহত থাকলে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়তে পারেন তাঁরা।

ডিসেম্বরেই নতুন রূপে জংশন স্টেশন, সময়ে কাজ না হলে ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি

এক দুই করে প্রায় পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হতে চলল। তবে এনজেপি স্টেশনকে বিশ্বমানের রূপ দেওয়ার কাজ আজও শেষ করা যায়নি। এই পরিস্থিতিতে জনমানসে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, আর কত সময় লাগবে? আগামী এক বছরেও কি কাজ শেষ হবে? উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের কাটিহার ডিভিশনের তরফে স্পষ্ট করা হয়েছে, এনজেপি স্টেশনের কাজ শেষের দিকে ২০২৭ সালের মার্চ মাস ডেডলাইন ধরা হয়েছে। এই সময়কালের মধ্যে এনজেপি স্টেশনের কাজ শেষ করতেই হবে। তবে কোনও কারণে যদি কাজ শেষ করা সম্ভব না হয়, সেক্ষেত্রে বরাতপ্রাপ্ত সংস্থার বিরুদ্ধে রেল কর্তৃপক্ষ আইনানুগ পদক্ষেপ করবে। মঙ্গলবার দুপুরে শিলিগুড়ি জংশন স্টেশন সংস্কারের কাজ পরিদর্শন শেষে এমএনই হুঁশিয়ারি দেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের কাটিহার ডিভিশনের ডিআরএম কিরেন্দ্র নারা। তিনি বলেন, ‘বরাতপ্রাপ্ত সংস্থার উপর ভরসা তো করতেই হবে। তবে যদি সময়ের মধ্যে কাজ না হয়, তাহলে নিয়ম মেনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’ রেল সূত্রে খবর, অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের আওতায় এনজেপিকে বিশ্বমানের স্টেশন হিসেবে গড়ে তুলতে ২০২২ সাল নাগাদ কাজ শুরু করা হয়েছিল। প্রথমে বলা হয়েছিল, ২০২৫ সালের মধ্যে সেই কাজ শেষ করা হবে। যদিও ২০২৬ সাল শেষ হতে চললেও স্টেশনের পূর্ণাঙ্গ কাজ এখনও শেষ হয়নি। তবে টিকিট কাউন্টার সহ বেশকিছু কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে।



রেলকর্তাদের একাংশের দাবি, কাজের গতি অনেকটাই কম। ফলে এখনও নির্মাণকাজ শেষ করা সম্ভব হয়নি। যদিও রেলের পদস্থ কর্মীদের দাবি, প্রয়োজন মতো লোকবল

অনেকটাই এগিয়েছে। ইতিমধ্যে নতুন করে তৈরি হওয়া টিকিট কাউন্টারও চালু হয়ে গিয়েছে। বর্তমান সময়ে স্টেশনের মূল ভবনের সামনের অংশে কাজ চলছে

এক দুই করে প্রায় পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হতে চলল। তবে এনজেপি স্টেশনকে বিশ্বমানের রূপ দেওয়ার কাজ আজও শেষ করা যায়নি। এই পরিস্থিতিতে জনমানসে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, আর কত সময় লাগবে? আগামী এক বছরেও কি কাজ শেষ হবে?

কাজে লাগালে সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করা খুব একটা সমস্যার হবে না। তবে বাস্তবে কী হবে, তা অবশ্য সময় বলবে। এনজেপি স্টেশনের কাজ শুরুর এক বছর পরেই অমৃত ভারত প্রকল্পের আওতায় শিলিগুড়ি জংশন স্টেশনকে নতুন রূপ দেওয়ার কাজ শুরু হয়। সেই কাজ

জোরকদমে। পূর্ণাঙ্গ কাজ শেষ হলে ওই স্টেশনেও লিফট সহ অত্যাধুনিক রেস্টোরার সুযোগসুবিধা পাবেন যাত্রীরা। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার জানিয়েছেন, ২০২৬ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই নির্মাণকাজ পুরোপুরিভাবে শেষ করা হবে।

পুলিশের মুখোমুখি কুণাল, জমা দিলেন তথ্যপ্রমাণ

দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জন নিয়ে সমাজমাধ্যমে করা পোস্ট ঘিরে বিতর্কের জেরে হাওড়া সিটি পুলিশের তদন্তে হাজিরা দিয়ে নিজের বক্তব্যের সমর্থনে নথিপত্র জমা দিলেন ‘মমতাপন্থী’ তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ। বৃহস্পতিবার হাওড়া সিটি পুলিশের সাইবার ক্রাইম সেক্টরের আধিকারিকদের সঙ্গে দেখা করে তদন্তে সহযোগিতা করেন তিনি। কুণাল ঘোষের দাবি, তাঁর পোস্টের উদ্দেশ্য কোনও ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করা ছিল না। বরং ঘাটের নাম উল্লেখ করতে গিয়ে ভুল হয়েছিল, যা তিনি সংশোধন করে দেবেন। হাওড়ার রামকৃষ্ণপুর ঘাট এবং কলকাতার বাজে কদমতলা ঘাটে দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জনকে কেন্দ্র করেই এই বিতর্কের সূত্রপাত। কুণাল বাবুর বক্তব্য, বাজে কদমতলা ঘাটে বিসর্জনের সময় ত্রেন ব্যবহারের ছবি তিনি সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছিলেন। কিন্তু ‘কদমতলা’ নামের সঙ্গে বিভ্রান্ত হয়ে ভুলবশত পোস্টে হাওড়ার উল্লেখ করেন। তাঁর দাবি, ছবিটি আসল হলেও স্থাননামের উল্লেখ ভুল হয়েছিল। এদিন পুলিশের কাছে নিজের বক্তব্যের সমর্থনে প্রয়োজনীয় নথি ও তথ্যপ্রমাণ জমা দেওয়ার কথা জানান তিনি। কুণাল ঘোষ বলেন, তখনও সনাতনীর আবেগে আমি আঘাত দিইনি। কেন দেব? আমি নিজে শ্রীশ্রী নগেন্দ্র মঠ ও সনাতন ধর্ম প্রচারণী সভা, মিশনের সহসভাপতি। সনাতন ধর্ম এত ঠুনকো নয় যে কথায় কথায় আঘাত করা যায়। আমি জন্মসূত্রে হিন্দু, তবে সব ধর্মকে সম্মান করি। তাঁর আরও দাবি, সনাতনী পরিচয়কে তিনি রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করেন না। একাধিক পূজো কমিটি ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকার কথাও উল্লেখ করেন তিনি। কুণাল বাবুর বক্তব্য,



তাঁর সমাজমাধ্যমের পোস্টকে কেন্দ্র করে যে অভিযোগ উঠেছে, তার পিছনে কাউকে অপমান করার কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। একই সঙ্গে পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তৃণমূল বিধায়ক। তাঁর কথায়, হাওড়া সিটি পুলিশের কি আর কোনও কাজ নেই? মানুষকে অযথা হেনস্থা করা হচ্ছে। দ তিনি জানান, পুলিশের নোটিশ মেনেই হাজিরা দিতে এসেছেন এবং তদন্তকারী আধিকারিকদের সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। তবে বিতর্কিত পোস্টটি তিনি মুছে দেননি বলেও স্পষ্ট করেন কুণাল। তাঁর বক্তব্য, পোস্টের ছবি আসল এবং ভুলটি শুধুমাত্র স্থাননাম নিয়ে। সেই বিভ্রান্তি সংশোধন করে দেওয়া হবে। উল্লেখ্য, দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জন নিয়ে তাঁর সমাজমাধ্যমের পোস্টকে কেন্দ্র করে অভিযোগ ওঠার পর হাওড়া সিটি পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ তাঁকে নোটিশ পাঠায়। সেই নোটিশের ভিত্তিতেই এদিন তদন্তে হাজিরা দেন তিনি। নিজের বক্তব্যের সমর্থনে নথিপত্র জমা দেওয়ার পাশাপাশি তদন্তে সহযোগিতার কথা জানালেও অভিযোগের প্রেক্ষিতে পুলিশের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হয়, এখন সেদিকেই নজর রয়েছে।

AQUATIC BENGAL

Only one Water Park in Malda Town, West Bengal

আগামী 15.10.2026 হইতে 15.11.2026 পর্যন্ত
দুর্গাপূজো, কালীপূজো এবং ছঠ পূজো উপলক্ষে

**মালদা ওয়াটার পার্কে
ধামাকা অফার**

প্রবেশ মূল্য

3-5 বছর 100/- টাকা	5 বছরের উপর 200/- টাকা
---------------------------------	-------------------------------------

Follow Us:
www.facebook.com/aquaticbengalmalda

Shimuldhhab, Po- Dhumadighi, Malda-732128

Mobile: 9476288322, 9233178895, 9233139280, 9800048322

বড়সড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেল ভুটান

নেপালের পর এবার ভুটান। হিমবাহ হ্রদ ভেঙে ভয়াবহ বন্যার শঙ্কা! উত্তর-পশ্চিম ভুটানের গাসা জেলার একটি হিমবাহ ধসে ভেঙে গিয়েছে শিত্তাফু হ্রদের প্রাকৃতিক বাঁধ। মাস দুই আগে কতকটা একই ধরনের ঘটনায় নেপালের ভয়ংকর হড়পা বানের স্মৃতি এখনও টাটকা। জানা গিয়েছে, গ্লেশিয়াল লেক আউটবাস্ট ফ্লাড (বজ্রজ্জট) বা হিমবাহ হ্রদ ভেঙে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ওই হ্রদের জল ভুটানের মফু নদী হয়ে নেমে আসছে সঙ্কোশ নদীর দিকে। আশঙ্কা করা হচ্ছে এর জেরে অসম ও পশ্চিমবঙ্গের একাংশ বন্যা কবলিত হবে। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত হতাহতের খবর মেলেনি। ভুটানের সংবাদমাধ্যমগুলি জানাচ্ছে, বিপত্তি হয় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার দিকে। রাতের অন্ধকারে ভয়ংকর হড়পা বানে ধ্বংস হয়ে যায় নিকটবর্তী গাসা তশাচুর অঞ্চলের বহু ইমারত। উল্লেখ্য, মোফু নদীর উৎসস্থলে অবস্থিত শিত্তাফু হ্রদটিকে ভুটানের ১৭টি সম্ভাব্য বিপজ্জনক হিমবাহ হ্রদের একটি হিসেবে গণ্য করা হয়। সেখানেই ঘটে গেল ভয়াবহ বিপর্যয়। ২০২১ সালের ২৬ আগস্ট একটি বড় আকস্মিক



বন্যায় গাসা সাচু (উষ্ণ প্রস্রবণ এলাকাটি) সম্পূর্ণ ভেসে গিয়েছিল। সেই সময় ফুলেফেঁপে ওঠা মোফু নদী তার গতিপথ পরিবর্তন করেছিল। মনে করা হচ্ছে, রাতে দুর্যোগ ঘটায় এবারের পরিস্থিতি এখনও স্পষ্ট হয়নি। হয়তো শুক্রবার বেলা গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যাবে। পরিস্থিতি আন্দাজ করে পশ্চিমবঙ্গ ও অসম প্রশাসনকে সতর্ক করেছে ভুটান সরকার। যেহেতু ভুটান-ভারত সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে আকস্মিক বন্যার ঝুঁকি রয়েছে। অসমের ধুবড়ি-সহ পাঁচ জেলা এবং পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং পাহাড়ি অঞ্চল-সহ আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলাগুলি এই ঝুঁকির আওতায় রয়েছে। ইতিমধ্যে কোচবিহার প্রশাসন সংকোশ নদীর তীরবর্তী বাসিন্দাদের উদ্দেশ্যে সতর্কবার্তা জারি করেছে। রাজ্যের মন্ত্রী নিশিথ প্রামাণিক সমাজমাধ্যমের জানিয়েছেন, অবিলম্বে কোচবিহার, তুফানগঞ্জ ও বসিরহাটের চা বাগান এবং নদী তীরবর্তী অঞ্চলে বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে সরে যেতে হবে, কারণ সংকোশ ও ব্রহ্মপুত্র নদীতে বন্যার আশঙ্কা রয়েছে।

পুরোনো ফাইলে নতুন খাঁড়া: মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে তদন্তে অনড় কেরল



দুর্দশক পুরোনো দুর্নীতির অভিযোগে বর্তমান মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে তদন্তে অনড় কেরল সরকার। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় রাজ্যের পূর্তমন্ত্রী পি কে বশীর জানান, জ্ঞানেশ কুমার যখন কেরলের পূর্ত সচিব পদে আসীন ছিলেন, সেই সময়ে এম সি রোড নির্মাণ প্রকল্পে অনিয়ম ও আর্থিক কারচুপির অভিযোগে নতুন করে ভিজিল্যান্সের প্রাথমিক তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রী জানান, রাজ্য ভিজিল্যান্স অ্যান্ড অ্যান্টি-করাপশন ব্যুরো (ভিএসিবি) পূর্বে এই অভিযোগগুলির তদন্ত শুরু করেছিল। অভিযোগ ছিল, সড়ক নির্মাণকাজের বরাত পাওয়া সংস্থাগুলির বিল ছাড়ার জন্য পূর্ত দফতরের আধিকারিকেরা দুই কোটি টাকা দাবি করেছিলেন। কিন্তু সেই তদন্ত সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই অজ্ঞাত কারণে ফাইল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। বিধানসভায় বিষয়টি তুলে ধরে পূর্তমন্ত্রী স্পষ্ট জানান, পূর্ববর্তী তদন্ত রিপোর্টের সমস্ত খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখে পরবর্তী কড়া প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। নতুন প্রাথমিক তদন্তের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট হাতে এলেই আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ইরানের বৈঠকে মুনির

সৌদি আরব, তুরস্ক ও পাকিস্তানের ইরানের বৈঠক সম্পন্ন হয়েছে সন্ধ্যা। সেখানে প্রতিরক্ষা চুক্তিও হয়েছে। পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি ফেরাতে হওয়া এই বৈঠকে পাকিস্তানের তরফে উপস্থিত ছিলেন পাক সেনাপ্রধান আসিম মুনির। অথচ সৌদির প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রিন্স খালেদ বিন সলমন এবং তুরস্কের গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান ইব্রাহিম কালিন ছিলেন সংশ্লিষ্ট দেশগুলির পক্ষে। অন্যদিকে ইরানের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন ইরানের সুপ্রিম ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের প্রধান মহসেন এবং বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি। কিন্তু পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী খাজা আসিফ বসেছিলেন দেশের পার্লামেন্টে! এই নিয়ে তাঁকে বিরোধীদের কটাক্ষের মুখে পড়তে হল। যা আরও একবার মনে করিয়ে দিল, আসিম মুনিরই আসলে দেশটা চালাচ্ছেন! জমিয়ত উলেমা-ই-ইসলাম-ফজল প্রধান মওলানা ফজলুর রহমান পাকিস্তানের অন্যতম প্রধান বিরোধী নেতা।

পদত্যাগের পর বিতর্ক কুৎসার অভিযোগে সরব এল মুরগান

কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ও রাজ্যসভার সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর সংবাদমাধ্যমের একাংশে ওঠা যাবতীয় অভিযোগকে ভিত্তিহীন ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে উড়িয়ে দিলেন বিজেপি নেতা এল মুরগান। বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে তিনি দাবি করেন, তাঁর দীর্ঘদিনের উপার্জিত ভাবমূর্তি নষ্ট করতে এবং জনসাধারণের মধ্যে অহেতুক বিভ্রান্তি ছড়াতেই তাঁর পদত্যাগকে ভিন্ন রঙ দেওয়ার চেষ্টা চলছে। এক লিখিত বার্তায় ক্ষোভ প্রকাশ করে মুরগান জানান, ক্ষমতার এই বক্তব্যগুলি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, সর্বৈব মিথ্যা, বিদ্বেষপূর্ণ এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। দলের সমস্ত স্তরে



সংগঠনকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে

আমার বর্তমান ভূমিকাকে যাঁরা মেনে নিতে পারছেন না, তাঁরাই বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমে এই ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ও অবমাননাকর মন্তব্য ছড়াচ্ছেন। পদত্যাগের প্রকৃত কারণ স্পষ্ট করে তিনি বলেন, ক্ষমতার পদত্যাগের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো একেবারে তৃণমূল স্তরে গিয়ে কর্মীদের সঙ্গে কাজ করা, যাতে দল ২০২৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতিতে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে ছড়ানো যাবতীয় অভিযোগ ও অপপ্রচার সত্যের থেকে যোজন দূরে বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন এই বিজেপি নেতা।

বিশ্বের সাথে সন্ত্রাসবিরোধী অভিজ্ঞতা ভাগ করতে প্রস্তুত ভারত, সেবুতে বার্তা রাজনাথের

আসিয়ান এবং তার সহযোগী দেশগুলির সঙ্গে রণক্ষেত্রে পরীক্ষিত সন্ত্রাসমদন কৌশল ভাগ করে নিতে ভারত সম্পূর্ণ প্রস্তুত বলে জানালেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। বৃহস্পতিবার ফিলিপিন্সের সেবুতে আয়োজিত আসিয়ান প্রতিরক্ষামন্ত্রীদের বৈঠকে অংশ নিয়ে তিনি স্পষ্ট জানান, রাষ্ট্রীয় মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের অনমনীয় অবস্থানের সুস্পষ্ট বার্তা দিয়েছে 'অপারেশন সিঁদুর'। বৈঠকে সমুদ্র

বাগিচার নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে রাজনাথ সিং বলেন, ভারত ভারত মহাসাগর ও সমগ্র ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে নির্ভরযোগ্য নিরাপত্তা প্রদানকারী হিসেবে নিজের ভূমিকা পালন করে যাবে। একটি সুরক্ষিত ও সহনশীল ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল গড়ে তোলার পক্ষে সওয়াল করে তিনি জানান, ক্ষমতাশীল ও স্থিতিশীলতা কেবল আকাঙ্ক্ষা নয়, সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই তা অর্জন করা সম্ভব।

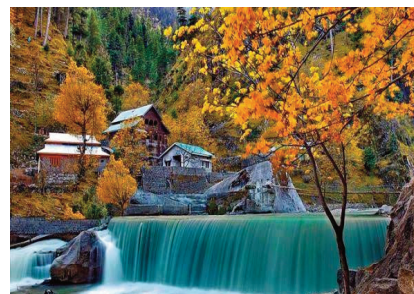
ঘূর্ণিঝড় অর্ণবের তাণ্ডব: চার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের পাশে থাকার আশ্বাস অমিত শাহের



ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব'-এর জেরে উদ্ভূত সংকটজনক পরিস্থিতিতে অন্ধ্রপ্রদেশ, পুদুচেরি, ওড়িশা এবং ছত্তীসগড়ের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে কথা বলে সব ধরনের কেন্দ্রীয় সহায়তার আশ্বাস দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজে কেন্দ্র যে রাজ্যগুলির পাশে রয়েছে, সে কথা স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন তিনি। সমাজমাধ্যমে এক বার্তায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, ঘূর্ণিঝড় অর্ণবের প্রেক্ষিতে অন্ধ্রপ্রদেশ, পুদুচেরি, ওড়িশা এবং ছত্তীসগড়ের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে কথা বলেছি এবং এই বিপর্যয়ের মুখে মানুষের দুর্ভোগ কমাতে সমস্ত প্রয়োজনীয় সহায়তার আশ্বাস দিয়েছি। তিনি আরও জানান, দুর্যোগ কবলিত এলাকায় জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ) ও রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এসডিআরএফ) যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধার ও ত্রাণকাজ চালাচ্ছে। ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা পর্যালোচনা করতে এবং রাজ্যগুলির বাড়তি কী কী সাহায্য প্রয়োজন তা নির্ধারণ করতে শীঘ্রই কেন্দ্রীয় আন্তঃমন্ত্রক দল পাঠানো হবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কথায়, ক্ষমতার সরকার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে।

জম্মু ও কাশ্মীরে সন্ত্রাসীদের সাহায্যের অভিযোগে গ্রেপ্তার ১০

সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানে বড়সড় সাফল্য। লস্ক-ই-ই-তইবা, পহেলগাঁও হামলার চক্রী টিআরএফ-এর মতো সন্ত্রাসী সংগঠনের জঙ্গিদের অর্থ সাহায্যের অভিযোগে গ্রেপ্তার ১০। জম্মু ও কাশ্মীরের সোপিয়ান থেকে এই ১০ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, অর্থের বিনিময়ে এরা জঙ্গিদের সাহায্য করতেন। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের পাশাপাশি এই চক্রের আর কারা কারা জড়িত তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। সোপিয়ান পুলিশের তরফে জানা যাচ্ছে, ধৃতরা ১০ জন কাশ্মীরের বাসিন্দাদের কাছ থেকে নানা অজুহাতে টাকা সংগ্রহ করতেন। এরপর সেই টাকা নানা অনলাইন পেমেণ্ট প্ল্যাটফর্ম ও অন্যান্য উপায়ে সরাসরি লস্কর ও



তার শাখা সংগঠন দ্য রেজিস্ট্রার ফ্রন্ট (টিআরএফ)-কে পাঠানো হত। এই টাকা দিয়ে জঙ্গিরা স্মার্টফোন-সহ

সন্ত্রাসের কাজে ব্যবহারের জন্য নানা জিনিস কিনত। একাধিক সন্দেহজনক ট্রানজ্যাকশনের ইতিহাস খতিয়ে দেখে এই অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। পাশাপাশি এই চক্রের জাল কতদূর পর্যন্ত ছড়িয়েছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ধৃতদের বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু হয়েছে। পুলিশের অনুমান, এই চক্রের জাল বহুদূর পর্যন্ত ছড়ানো। জম্মু ও কাশ্মীরে অনেকে এই চক্রের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারেন। আপাতত ১০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অনেকে উপর নজরদারি চালানো হচ্ছে। যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু হয়েছে।



৩০ অক্টোবর ১১ ২০২৬

মাঠের লড়াই

নয়া জামানা

বিশ্বজয়ের পর ধোনির শুভেচ্ছায় চমকে গিয়েছিলেন!

কারণ ফাঁস স্মৃতির

গত বছর দেশের মাটিতে প্রথমবার ওয়ানডে বিশ্বকাপ জিতেছিল ভারত। টানা তিন ম্যাচে হারের পরেও চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ভারতের প্রমীলা ব্রিগেড। এই সময় 'বিশেষ' একজনের কাছ থেকে শুভেচ্ছাবার্তা পেয়ে চমকে গিয়েছিলেন স্মৃতি মন্ডানা। সেই বিশেষ মানুষটির নাম মহেন্দ্র সিং ধোনি। প্রশ্ন হল, টিম ইন্ডিয়ার বিশ্বজয়ী অধিনায়কের কাছে বার্তা স্মৃতিকে চমকে দিয়েছিল কেন? মাঠে এবং মাঠের বাইরে মহেন্দ্র সিং ধোনি ব্যতিক্রমী। সেটা তাঁর ক্রিকেটীয় দর্শন দেখলেই বোঝা যায়। এমনকী তিনি সচরাচর ফোনও ব্যবহার করেন না। বেশিরভাগ সময়েই ফোন ধরেন না। কেউ মেসেজ করলেও উত্তর মেলে না তাঁর কাছ থেকে। সোশাল মিডিয়ায় বেশিরভাগ সময়েই সক্রিয় থাকেন না ধোনি। সেই তিনিই বার্তা পাঠিয়েছিলেন স্মৃতিকে। এক অনুষ্ঠানে এসে একথা ফাঁস করেছেন স্মৃতি নিজেই। ভারতীয় মহিলা দলের অধিনায়ক বলেন, তবিশ্বকাপ জয়ের পর তিনি আমাকে বার্তা পাঠিয়েছিলেন। যা আমাকে অবাক করেছিল। কারণ ধোনি তো বেশিরভাগ সময় ফোন ব্যবহার করেন না। এমএসডি জানিয়েছিলেন,



ওঁর শুভেচ্ছাবার্তা সকলের কাছে পৌঁছে দিতে। এ কথা শুনে সঞ্চালক হর্ষ ভোগলে জানতে চান, ধোনির নম্বর সেভ করেছেন? স্মৃতি জানান, আগে থেকেই টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন অধিনায়কের নম্বর তাঁর কাছে ছিল। সোশাল মিডিয়ায় এই মুহূর্তের ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। দেখা যায়, স্মৃতির পাশে বসে আছেন ধোনি। তাঁর হাতে ক্রিকেট বল। লোফালুফি করছিলেন। আচমকাই তাঁর হাত থেকে বল ছিটকে যায়। কিন্তু পরিচিত ক্ষিপ্ততায় মাটিতে পড়ার আগেই ঝুঁকে তা তালুবন্দি করেন। প্রশ্ন হল, কেবলমাত্র স্মৃতিকে কেন শুভেচ্ছা

জানিয়েছিলেন 'ক্যাপ্টেনকুল'? খোলসা করেছেন ধোনি নিজেই। তিনি বলেন, ত আমার কাছে দলের আর কারওর নম্বর ছিল না। তবে বার্তা পাঠাতে চাইছিলাম। ওই বিশ্বকাপের আগে আমরা একটা বিজ্ঞাপনের শুটিং করেছিলাম। ভাবলাম, স্মৃতিকেই বার্তা পাঠাই। ওকে এটাও বলেছিলাম, 'দলের বাকিরাও যেন আমার শুভেচ্ছা পায়'। দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৫২ রানে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ভারত। ধোনির মতে, 'ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটকে দিকনির্দেশ করেছিল এই জয়'। এই জয় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছেও অনুপ্রেরণার।

সোনার ট্র্যাকে বিষাদের সুর তিনবারের এশিয়ান প্যারা চ্যাম্পিয়ন নীরজের রহস্যমৃত্যু

তিনবারের এশিয়ান প্যারা গেমস চ্যাম্পিয়ন নীরজ যাদব (৪২)-এর অস্বাভাবিক মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এল ভারতীয় ক্রীড়া মহলে। মঙ্গলবার গভীর রাতে উত্তর-পূর্ব দিল্লির মৌজপুর মেট্রো স্টেশনের কাছে নিজের গাড়ির পাশ থেকে তাঁর নিখর দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, বিব খেয়ে তিনি আত্মহত্যা করেছেন। ২০১৮ জাকার্তা এশিয়ান প্যারা গেমসে এফ৫৫ বিভাগে জ্যাভলিন ধোয়ে সোনা জিতেছিলেন নীরজ। পরবর্তীতে ২০২২ হ্যাংকৌ গেমসে জ্যাভলিনের পাশাপাশি ডিসকাস ধোয়েও জোড়া সোনা কুলিতে পুরেছিলেন এই তারকা অ্যাথলিট। তবে ডোপিং সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞার কারণে সম্প্রতি জাপানের নাগোয়ায় অনুষ্ঠিত এশিয়ান প্যারা গেমসে অংশ নিতে পারেননি তিনি। পুলিশ



সূত্রে খবর, মঙ্গলবার সোনিপত থেকে এক মহিলা পরিচিতিকে মৌজপুরে নামিয়ে দেওয়ার পর থেকেই নিখোঁজ ছিলেন নীরজ। পরে ফোন না তোলায় খোঁজ করতে গিয়ে মৌজপুর মেট্রোর ১ নম্বর গেটের কাছে কালো স্করপিও গাড়ির পাশে তাঁকে অচেতন অবস্থায় পড়ে

থাকতে দেখা যায়। তড়িঘড়ি গুরু তেগ বাহাদুর (জিটিবি) হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার প্রেক্ষিতে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার ১৯৪ ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত চালাচ্ছে জাফরাবাদ থানার পুলিশ।

সোনার লড়াইয়ে সামান্য ব্যবধানে হার কাজলের, তবু সোনিপতে উৎসবের আমেজ

বিশ্ব কুস্তি চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে একেবারে শেষ মুহূর্তের নাটকীয়তায় সোনা হাতছাড়া হলো ভারতের ১৮ বছর বয়সি তরুণ কুস্তিগির কাজল চোচকের। আস্তানায় আয়োজিত ফাইনালে দু'বারের ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়ন ইউক্রেনের আনাস্তাসিয়া আলপিয়েভার বিরুদ্ধে

হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর ৬-৮ ব্যবধানে পরাস্ত হয়ে রূপোতেই সম্ভ্রষ্ট থাকতে হয় তাঁকে। সোনা ফস্কালেও কাজলের এই বিশ্বমঞ্চের রূপো জয়কেই বড় সাফল্য হিসেবে দেখছে হরিয়ানার সোনিপতে তাঁর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র: কুলদীপ মালিক স্পোর্টস একাডেমি।

১৫ বছরেই কোটি টাকার লিগে ডব্লিউপিএলের কনিষ্ঠতম ক্রিকেটার কর্ণাটকের উমা কাশভী

চলতি ২০২৬-২৭ ইন্ডিয়ান সুপার লিগের (আইএসএল) সাম্প্রতিক রাউন্ডে যেখানে বেশিরভাগ দলকেই গোলের জন্য রীতিমতো লড়াই করতে হয়েছে, সেখানে যেন অপ্রতিরোধ্য ছন্দে রয়েছে ইস্টবেঙ্গল এফসি। তবে লিগের অন্যান্য ম্যাচগুলোতে খেলোয়াড়দের শারীরিক ক্লান্তি এবং শেষ মুহূর্তের গোলে ম্যাচের ভাগ্য পরিবর্তনের নাটক দেখা গেলেও, এই সপ্তাহে মরসুমের প্রথম দুটি গোলশূন্য ড্র-ও প্রত্যক্ষ করেছে টুর্নামেন্ট। ওড়িশা এফসি বনাম নর্থইস্ট ইউনাইটেড এবং কেরালা ব্লাস্টার্স বনাম মুম্বই সিটি এফসি; দুটি ম্যাচই গোলশূন্যভাবে শেষ হয়। প্রিয় দলের গোল না পাওয়া সত্ত্বেও



অবশ্য হলুদ ব্রিগেডের উন্মাদনায় ভাটা পড়েনি; মাঠে দর্শকদের প্রবল উপস্থিতি নজর কাড়লেও গোলের সামনে ব্যর্থ ছিল কেরালা শিবির (তাদের নেওয়া ১৩টি শটের মধ্যে

মাত্র ৪টি লক্ষ্য ছিল)। অন্যদিকে চার্লি ব্রাদার্সের বিরুদ্ধে পাঞ্জাব এফসি ম্যাচের ৯৫ মিনিটে সনথোই সিংয়ের গোলে রোমাঞ্চকর জয় তুলে নেয়।

চোখে মায়া নেই, অথচ স্পিনের মায়াজালে ভারতীয় ব্যাটারদের ফাঁদ স্যান্টনারের

স্পিনের চাতুর্য শুরু হয় বোলারের চোখের দৃষ্টি দিয়ে। শেন ওয়ার্নের চোখে ছিল দুটুমি, মুখাইয়া মুরলিধরনের চোখে জাদুকরী চমক আর রবিচন্দ্রন অশ্বিনের চোখে স্নাইপারের মতো শীতল একাগ্রতা। কিন্তু নিউজিল্যান্ডের বাঁ-হাতি স্পিনার মিচেল স্যান্টনারের চোখ একেবারেই ভাবলেশহীন; যেখানে কোনো আবেগ নেই, আছে শুধুই ব্যাটারের নড়াচড়ার ওপর শিকারীর মতো অবচল দৃষ্টি।



তাঁর বোলিংয়ের মূল শক্তি ব্যাটারের পায়ের অবস্থান, হাতের গতি ও মাথার নড়াচড়া নিখুঁতভাবে পর্যবেক্ষণ করা। রান-আপে সুদৃষ্টি

পরিবর্তন এবং হাতের অ্যাকশন বিন্দুমাত্র না বদলে বলের গতি ও লেংথে বৈচিত্র্য এনে ভারতীয় ব্যাটারদের ক্রমাগত বিভ্রান্ত করে চলেছেন তিনি। ২০২৪ সালের টেস্ট সিরিজে ভারতকে ধসিয়ে দেওয়ার

পর চলতি টি-টোয়েন্টি সিরিজেও তিনি হয়ে উঠেছেন ভারতীয় দলের প্রধান মাথাব্যথা। প্রথম তিন ম্যাচে ওভারপ্রতি মাত্র ৭ রান দিয়ে তিনি তুলে নিয়েছেন সাতটি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট।

১৫ বছরেই কোটি টাকার লিগে ডব্লিউপিএলের কনিষ্ঠতম ক্রিকেটার কর্ণাটকের উমা কাশভী

দৈনিক ৩,০০০ ধাপের কড়া ফিটনেস রুটিন আর নেটে টানা ৩০ ওভার বল করার অক্লান্ত লড়াই; অবশেষে সেই কঠোর পরিশ্রমের স্বীকৃতি পেলেন মাত্র ১৫ বছর বয়সি ক্রিকেটার উমা কাশভী। উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগের (ডব্লিউপিএল) নিলামের ইতিহাসে কনিষ্ঠতম খেলোয়াড় হিসেবে নাম লিখিয়ে দিল্লি ক্যাপিটালসে জায়গা করে নিয়েছেন কর্ণাটকের এই তরুণ প্রতিভা। ১০ লক্ষ টাকার ভিস্তিমূল্যে তাঁকে দলে নিয়েছে ক্যাপিটালস শিবির। ভাগ্নির এই স্বপ্নের উড়ানের পেছনে রয়েছে তাঁর মামা সাই সত্য বিজয়ের চরম আত্মত্যাগ। কাশভীর ক্রিকেটীয় ভবিষ্যৎ গড়তে নিজের তথ্যপ্রযুক্তি (আইটি) ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠিত চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলেন তিনি। বুধবার নিলামের পর থেকেই শুভেচ্ছা বার্তার জোয়ারে ভাসছেন তাঁরা; ফোন করে অভিনন্দন জানিয়েছেন শ্রেয়াঙ্কা পাতিল ও জেমিমা রদ্রিগেজের মতো জাতীয় দলের তারকারাও। বর্তমানে মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুরে কর্ণাটকের হয়ে অনুধর্ষ-১৯



দৈনিক ৩,০০০ ধাপের কড়া ফিটনেস রুটিন আর নেটে টানা ৩০ ওভার বল করার অক্লান্ত লড়াই; অবশেষে সেই কঠোর পরিশ্রমের স্বীকৃতি পেলেন মাত্র ১৫ বছর বয়সি ক্রিকেটার উমা কাশভী। উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগের (ডব্লিউপিএল) নিলামের ইতিহাসে কনিষ্ঠতম খেলোয়াড় হিসেবে নাম লিখিয়ে দিল্লি ক্যাপিটালসে জায়গা করে নিয়েছেন কর্ণাটকের এই তরুণ প্রতিভা।

টি-টোয়েন্টি চ্যালেঞ্জার ট্রফিতে অংশ নিচ্ছেন কাশভী। সেখান থেকেই তাঁর মামা বিজয় জানান, ক্ষুধামরা সবাই আনন্দে আত্মহারা। নিলামে দল পাওয়ার পর থেকেই চোখের জল

ধরে রাখতে পারছি না। তবে এটা কষ্টের নয়, স্বপ্ন সত্যি হওয়ার আনন্দাশ্রু। এই সাফল্যের পেছনে রয়েছে দীর্ঘদিনের কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠা।